POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ
هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی
وَالۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡكُمُ الشَّهۡرَ
فَلۡیَصُمۡهُ ؕ (سورۃ البقرہ:186)

‘রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে।’

(আল-বাকারা: ১৮৬)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِهِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 20

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 17 ই মে, 2018 1 রমযান 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

জীবনের দিনগুলি তো কেটেই যায় এবং প্রায়শ পশুদের ন্যায় দিন অতিবাহিত হয়, কিন্তু ধন্য সেই দিনটি যেটি খোদা তা'লার ভালবাসা ও বিশ্বস্ততায় অতিবাহিত হয়।

আব্দুল লতীফের নমুনাকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখো যে, কিভাবে সত্যবাদি ও বিশ্বস্তদের গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। খোদা তা'লা এই নমুনা তোমাদের জন্য উপস্থাপন করেছেন।

যদি বাহ্যিক আমল দ্বারা আকাশ-পাতালও পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে নিষ্ঠা না থাকে তবে তার কোন মূল্য নেই। কিতাবুল্লাহ্ থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামাযও তাকে জাহান্নামেই নিয়ে যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

“যে দিনটিতে আব্দুল লতীফকে পাথর নিক্ষেপ করে শহীদ করা হয় সেই দিনটি তাঁর জন্য কতই না দুর্বিষহ ছিল! এই উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি ময়দানে নিয়ে আসা হয় যেখানে বিপুল সমাবেশ সেই তামাশা প্রত্যক্ষ করছিল, কিন্তু সেই দিনটি স্বয়ং নিজেই বড় মূল্যবান ছিল। যদি তাঁর গোটা জীবন একদিকে থাকে আর এই দিনটি অপরদিকে তবে এই দিনটি মূল্যের বিচারে এগিয়ে থাকবে। জীবনের দিনগুলি তো কেটেই যায় এবং প্রায়শ পশুদের ন্যায় দিন অতিবাহিত হয়, কিন্তু ধন্য সেই দিনটি যেটি খোদা তা'লার ভালবাসা ও বিশ্বস্ততায় অতিবাহিত হয়। মনে কর যে, কোন ব্যক্তির কাছে পরম সুস্বাদু ও উৎকৃষ্টমানের খাদ্যের সমাহার, রূপসী স্ত্রী ও উন্নত পশুর বাহন রক্ষিত আছে, এছাড়াও অনেক সেবক ও পরিচারকের দল সর্বক্ষণ সেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু এসব কিছুর পরিণাম কি? এই আনন্দ-উপভোগ ও বিলাসিতা কি চিরদিনের? কক্ষনো নয়। শেষে সেসব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। পুরুষোচিত জীবন সেটিই যার উপর ফেরেশতারাও বিস্ময় প্রকাশ করে, সে এমন মর্যাদায় উপনীত হয় যেন তার অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততাও বিস্ময়কর হয়। খোদা তা'লা নপুংসককে চান না। যদি বাহ্যিক আমল দ্বারা আকাশ-পাতালও পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে নিষ্ঠা না থাকে তবে তার কোন মূল্য নেই। কিতাবুল্লাহ্ থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামাযও তাকে জাহান্নামেই নিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা না থাকবে দেখনদারির মূল উৎপাটিত হয় না। কিন্তু যখন পূর্ণ বিশ্বস্ততা তৈরী হয় সেই সময় নিষ্ঠা ও সত্যবাদীতার উন্মেষ ঘটে এবং পূর্বের কপটতার সঞ্চিত বিষবাষ্প দূরীভূত হয়।

এখন সময় সংকীর্ণ। আমি বারংবার এই উপদেশই দিয়ে থাকি যে, কোন যুবক যেন এমন ভরসা না করে যে, এখন তো আঠারো-উনিশ বছর বয়স। অনেক সময় বাকি আছে। সুস্থ-সবল ব্যক্তি যেন নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে গর্ব না করে। অনুরূপভাবে অন্য কোন ব্যক্তি যে ভাল অবস্থায় রয়েছে সে যেন নিজের সক্ষমতার উপর নির্ভর না করে। যুগে বিপ্লব ঘটছে। এটি শেষ যুগ। আল্লাহ্ তা'লা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীকে পরীক্ষা করতে চান। এখন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের সময় আর এই শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সময়টি ফিরে পাওয়া যাবে না। এটি সেই সময় যখন, সমস্ত নবীর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এখানে এসে সমাপ্ত হয়েছে। অতএব মানবজাতিকে নিষ্ঠা ও সেবা দানের এটি শেষ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এরপর আর কোন সুযোগ থাকবে না। বড়ই হতভাগা সেই ব্যক্তি যে এমন সুযোগ হারায়!

কেবল মৌখিক বয়াতের স্বীকারুক্তি কোন মূল্য রাখে না। বরং চেষ্টা কর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া প্রার্থনা কর যাতে তিনি তোমাদেরকে সত্যবাদী বানান। এ বিষয়ে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করো না, বরং তৎপর হও। আর সেই শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা কর যা আমি উপস্থাপন করেছি। এবং আমার নির্দেশিত পথে চালিত হও। আব্দুল লতীফের নমুনাকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখো যে, কিভাবে সত্যবাদি ও বিশ্বস্তদের গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। খোদা তা'লা এই নমুনা তোমাদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। ..... এই পৃথিবী গুটিকতক দিনের মাত্র। একদিন আসবে যেদিন না আমি থাকব, না তুমি থাকবে আর না অন্য কেউ থাকবে। এই সমস্ত বন-জঙ্গল নিরিবিলি ও পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর মদীনার অবস্থা কিরূপ হয়েছিল? সব কিছুই পরিবর্তনশীল। অতএব এই পরিবর্তনকে দৃষ্টিপটে রেখো এবং শেষ সময়কে সব সময় স্মরণে রেখো। ভবিষ্যত প্রজন্ম আপনাদের মুখ পানে চেয়ে থাকবে এবং এই নমুনাকেই অনুসরণ করবে। যদি তোমরা পূর্ণত নিজেদেরকে এই শিক্ষার অনুগামী না কর, তবে তা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করার নামান্তর।

মানুষের প্রকৃতি অনুকরণ-প্রবণ, খুব তাড়াতাড়ি সে নমুনা দেখে শিক্ষা নিতে পারে। কোন মদ্যপ যদি বলে সুরা পান করো না কিম্বা কোন ব্যভিচারী যদি বলে ব্যভিচার করো না, এক চোর যদি বলে চুরি করো না, তবে তাদের উপদেশে অন্যদের কি উপকার হবে? বরং তারা তো বলবে সেই ব্যক্তি বড়ই মন্দ যে নিজে করে আর অন্যদেরকে সেই কাজ থেকে নিষেধ করে। যারা নিজেরাই কোন পাপে লিপ্ত থেকে তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়, তারা অন্যদেরকে বিপথে পরিচালিত করে। অপরকে উপদেশদানকারী অথচ নিজে তা পালন করে না-এমন ব্যক্তি বেঈমান হয়ে থাকে এবং নিজের ঘটনাবলী এড়িয়ে যায়। এমন উপদেশদানে জগতের প্রভুত ক্ষতি সাধন হয়।

এক মৌলবী সম্পর্কে কথিত আছে যে, সে একটি মসজিদের নামে এক লক্ষ টাকা একত্রিত করে। এক স্থানে সে ওয়ায করছিল, তার ওয়াযে প্রভাবিত হয়ে এক মহিলা নিজের পায়ের নুপুর খুলে চাঁদা হিসেবে দান করে দেয়। মৌলবী সাহেব বলল, তুমি কি চাও তোমার অপর পা টি জাহান্নামে যাক। সে অবিলম্বে দ্বিতীয় পায়ের নুপুর খুলে দান করে দিল। মৌলবী সাহেবের স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিল। তার উপরও এর গভীর প্রভাব পড়ল। মৌলবী সাহেব ঘরে ফিরে দেখল তার স্ত্রী অশ্রুপাত করছে। সে তার সমস্ত অলঙ্কার মৌলবী সাহেবকে দিয়ে বলল এগুলিও মসজিদের কাজে লাগিয়ে দাও। মৌলবী সাহেব বলল, তুমি কেন এভাবে কাঁদছ? এটি চাঁদা আদায়ের কৌশল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। মোটকথা এমন নমুনা জগতের বিরাট ক্ষতি করেছে। আমাদের জামাতের উচিত এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। তোমরা এমন হয়ো না। তোমাদের উচিত যাবতীয় প্রকারের আবেগ-অনুভুতি এড়িয়ে চলা। প্রত্যেক আগন্তক যে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয় তোমাদের মুখ পানে চেয়ে থাকে এবং তোমাদের চরিত্র, অভ্যাস, অবিচলতা এবং খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর উপর আজ্ঞানুবর্তিতার প্রতি দৃষ্টি দেয় যে তা কোন পর্যায়ের। যদি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের না হয় তোমাদের মাধ্যমে সে হোঁচট খায়। অতএব এই কথাগুলি স্মরণ রেখো।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫১৬-৫১৮, ২০০৩ সালে প্রকাশিত সংস্করণ)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের নীতিবাক্য ' ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' ইসলামী শিক্ষা অনুসারে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন ' হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান'। অর্থাৎ দেশের প্রতি ভালবাসা আমাদের ঈমানের অংশ। প্রত্যেক আহমদী, সে যেখানেই থাকুক, সে নিজের দেশকে ভালবাসে। এখানে ডেনমার্কে কোন আহমদী যখন এদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করে, তখন সে যথারীতি এই দেশের নাগরিক হয়ে যায়। তখন তার কর্তব্য হল দেশের সেবা করা এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা। তাই বলে সে নিজের ধর্ম ত্যাগ করবে না। নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে থাকবে। এটিকেই বলা হয় যথার্থভাবে সমন্বিত হওয়া।

এক সাংসদ প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে সাক্ষাত করবেন? এর উত্তরে হুযুর বলেন: অপরপক্ষ যদি সাক্ষাতের জন্য প্রস্তত থাকে তবে আমিও প্রস্তত আছি। আপনি সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী, আপনি এর ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তারা সাক্ষাতের জন্য প্রস্তত হবে না। তারা বলে, আমরা (আহমদীরা) মুসলমান নয়। আমরা ইসলামী শিক্ষাকে ত্যাগ করেছি।

জিহাদ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জিহাদের অর্থ হল পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করা এবং ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রসার। শান্তি ও ভালবাসার বাণী প্রচার করাই হল জিহাদ। এই যুগে তরবারির জিহাদ অপ্রাসঙ্গিক। বর্তমানে কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করছে না। কেউ অস্ত্র নিয়ে ইসলামের উপর আক্রমণ করছে না। এখন কলমের জিহাদের সময়। মিডিয়া এবং পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে ইসলামের উপর আক্রমণ হচ্ছে। এর উত্তরও সেই পন্থাতেই দেওয়া উচিত।

এক সাংসদ প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়ার সূচনা কিভাবে এবং কবে হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ- হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের কেবল নামটুকু অবশিষ্ট থাকবে। ইসলামের শিক্ষা ভুলে যাওয়া হবে এবং তার উপর আমল করা হবে না। এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথ-প্রদর্শনের নিমিত্তে মসীহ মওউদ এবং ইমাম মাহদীকে আবির্ভূত করবেন যিনি সমগ্র মানববজাতিকে একত্রিত করবেন। আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণ হয়েছে আর তিনি সমস্ত নবীর বেশে এসেছেন। আমাদের বিশ্বাস, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.)-ই সেই ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা হয় ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক একটি গ্রাম থেকে। তিনি ১৮৮৯ সালে দাবি করেন এবং জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা হয়। আমি তাঁর পঞ্চম খলীফা বা উত্তরাধিকারী।

হুযুর বলেন: আমাদের ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে এটি বিরাট তফাৎ রয়েছে। আমরা বলি, প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এসে গেছেন। অন্যরা বলে, তিনি এখনও আসেন নি।

হুযুর বলেন: জামাত আহমদীয়ার সূচনা হয় ১৮৮৯ সালে এবং আমাদের মিশন হল সমগ্র মুসলমান জাতিকে একহাতে সমবেত করা। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ তারা যেন নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে চেনে এবং তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। পরস্পরের সম্মান কর, মানব জাতির সেবা কর এবং পরস্পরের প্রতি অধিকারের বিষয়ে যত্নবান হও। আমরা সর্বত্র এই বাণীই পৌঁছে দিচ্ছি, সর্বত্র এর প্রচার করছি। ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যেও আমরা কাজ করছি। আমরা আফ্রিকায় স্কুল ও হাসপাতাল পরিচালনা করছি। পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করছি। সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুত সরবরাহ করছি এবং আরও অন্যান্য সার্বজনীন কল্যাণমূলক কাজ ও প্রকল্পের কাজ করছি এবং মৌলিক মানবীয় চাহিদাবলী পূরণ করছি।

জামাতের পথ চলা শুরু ১৮৮৯ সালে, বর্তমানে ২০৭ টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ডেনমার্কে বর্তমানে কম সংখ্যক আহমদীরা রয়েছেন। আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে বিরাট সংখ্যক আহমদী রয়েছে যা কয়েক লক্ষ।

পাকিস্তানে আমাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন হচ্ছে। সরকার আমাদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী করে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বিরাট সংখ্যক আহমদী রয়েছে। ইন্ডোনেশিয়া, মালয়েশিয়া- এরা মুসলিম দেশ। এখানে সরকারের পক্ষ থেকে কোন আইন নেই ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সেখানে প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারি না। তবুও সেখানে আমাদের বিস্তার হচ্ছে এবং উন্নতি করছে। প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে ১৯৭৪ সালে আমাদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক যিয়াউল হক জামাতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইন প্রণয়ন করে যার দরুন আহমদীরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে ধর্মাচার করতে পারে না। আসসলামো আলাইকুম বলতে পারে না। নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারে না। শিশুদের নাম ইসলামী নামে রাখতে পারে না। এমন কোন কাজ আমরা করতে পারি না যার দ্বারা ইসলামী ধর্মাচার প্রকাশ পায়। আসসালামো আলাইকুম উচ্চারণ করলে তিন বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের বিরুদ্ধে দেশীয় পর্যায়ে আইন রয়েছে কেবল পাকিস্তানে। ইন্ডোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সরকারী স্তরে আমাদের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। কিন্তু স্থানীয় স্তরে আমাদের মসজিদকে সীল করে দেয়, আমাদের কার্যকলাপে বাধা দেয়। অনেক সময় স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সমস্যা তৈরী করা হয়। তিন চার বছর পূর্বে তিন জন স্থানীয় ইন্ডোনেশিয়ান আহমদীকে সেখানে অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রহার করে শহীদ করে দেওয়া হয়। এর প্রতিক্রিয়াই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জবাব আসে যে, মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী আপনাদেরকে পছন্দ করে না, আপনাদের পক্ষে নয়, এই কারণে আমরা কিছুই করতে পারব না। সরকারের পক্ষ থেকে এই উত্তর দেওয়া হয়।

নাইজেরিয়া প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: নাইজেরিয়ায় জামাতের আমাদের অনেক সদস্য রয়েছে এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্ত মুসলমান দেশে আমাদের জামাত রয়েছে। ঘানা, সিরালিওন, ফ্রাঙ্কফোন দেশসমূহ, মালি, বুর্কিনাফাসো, বেনিন ও প্রমূখ দেশে আমরা বৃদ্ধি হচ্ছে। আমাদের সংখ্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে।

ইন্ডোনেশিয়ায় আমাদের সংখ্যা দেড় লক্ষ্যের বেশি। সেখানকার জনসংখ্যা কুড়ি কোটি। সেই অনুপাতে আমাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কিন্তু আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মালয়েশিয়ায় খৃষ্টানরা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার পাচ্ছে না। তারা আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। এর ব্যবহার করতে পারে না, যা অন্যায়। আল্লাহ্ তা'লা সকলের জন্য, প্রত্যেক ধর্মের জন্য। প্রত্যেক ধর্মের আল্লাহ্ শব্দ ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সমস্ত বিষয়ের কারনে মসীহ মওউদ-এর আগমণ আবশ্যক ছিল।

বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত পল ডে হোয়াইটকে সম্বোধন করে হুযুর আনোয়ার বলেন: বেলজিয়ামে বিমান বন্দরে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত। সেখানে আমাদের জামাত সরকারের কাছে সমবেদনা জানিয়েছিল। এবং সরকারী ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে এর প্রশংসা করা হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বেলজিয়ামে আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। সেখানে আমাদের তিনটি কেন্দ্র রয়েছে। ব্রাসেলসে জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। সেখানে আমাদের সমস্ত রাজনীতিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। বেলজিয়ামে বসবাসরত আহমদী সদস্যরা নিজেদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ত। আহমদীরা যে দেশে গিয়ে বসবাস করে সে দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকে।

তুরস্কের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন: তুরস্কেও আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে, কিন্তু সেখানে আমরা এখনও পর্যন্ত প্রচারের কাজ করতে পারি না।

মহিলা সাংসদ বলেন: যেভাবে আপনাদের বিরোধীতা হচ্ছে, অনুরূপে প্রারম্ভে খৃষ্টধমেরও বিরোধীতা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন: সঠিক বলেছেন।

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান

এই মিটিং ৬টা ৫০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। এরপর হুযুর আনোয়ার

জুমআর খুতবা

মুসলিম বিশ্ব এখন সবচেয়ে বেশি ফ্যাসাদ ও নৈরাজ্যের বলি হচ্ছে। এদের ধর্মীয় এবং জাগতিক পথপ্রদর্শকরা তাদেরকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে আর একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা পরস্পরের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠছে। আর এই সুযোগে বহির্বিশ্ব বিশেষ করে অমুসলিম শক্তিগুলো মুসলমান দলগুলোকে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত করতে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধের সরঞ্জামও দিচ্ছে আর সামরিক সাহায্যও সরবরাহ করছে। অতএব এটি অনেক বড় একটি বেদনাদায়ক বিষয়। আর এই অবস্থা যেখানে আমাদের নিজেদের জন্য অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছে তাদের জন্য এবং অন্য মুসলমানদের জন্য বা সাধারণ মুসলমানদের জন্য অর্থাৎ যারা এখনো মানে নি তাদের জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। সেখানে এ দিকেও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে, নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এমন করতে হবে যেমনটি মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখতে চেয়েছেন

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় নির্দেশাবলীর উল্লেখ যার মাধ্যমে তিনি জামাতের সদস্যদেরকে নিজেদের অবস্থা উন্নত করার উপদেশ দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, খোদার নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য করা আর শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করা কোন সহজ বিষয় নয়, কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পূর্বেও যেভাবে কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং প্রণিধানের নসীহত করেছেন একইভাবে তাঁর পুস্তক পুস্তিকা পড়া এবং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। একইভাবে খিলাফতের সাথে সম্পর্কের বন্ধন রচনারও চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য এম.টি.এ রূপী যে নেয়ামত দিয়েছেন তার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত আর খলীফায়ে ওয়াক্তের যত অনুষ্ঠান রয়েছে সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। যারা এই সম্পর্ককে একটি বিশেষ আন্তরিকতার সাথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, অনেকেই এম.টি.এ শুনে এবং এর সাথে সম্পর্কও আছে, আমার কাছে তারা পত্রে লেখে যে, এই সম্পর্কের কারণে তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। অতএব এটি অনেক বড় একটি মাধ্যম যা থেকে প্রত্যেক আহমদীর লাভবান হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সংশোধনের জন্য তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ্' পড়ার নসীহত করেছেন
অতএব এটি পঠন-পাঠনের যেখানে জামা'তী ব্যবস্থা থাকা উচিত একইভাবে এম.টি.এ.তেও তা পড়ার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া উচিত। সবার এটিকে নিজ জীবনের অংশ করে নেওয়া উচিত। নিজেও পড়া উচিত এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও চেষ্টা থাকা চাই।

এই দিনগুলোতে বিশেষ করে পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে দোয়া করুন, পাকিস্তানীদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। খোদা তা'লা তাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। দেশে সার্বিকভাবে মৌলবীদের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে যে নৈরাজ্য পুনরায় মাথাচাড়া দিয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'লা দেশকেও রক্ষা করুন। মোটের ওপর সারা বিশ্বের জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবী খুব দ্রুত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক স্পেনের পেড্রোবাদের বাশারত মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৩ই এপ্রিল, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৩ শাহাদত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র নৈরাজ্য ছেয়ে আছে। কোথাও ধর্মের নামে নৈরাজ্য বিরাজমান আর কোথাও জাগতিক ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথাও ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে নৈরাজ্য হচ্ছে, আবার কোন স্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতার কারণে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। কোথাও সংসারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া ও অশান্তি বিরাজমান আর কোথাও বা অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করার কারণে ঝগড়া-বিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে আর কোথাও নিজের অধিকার আদায়ের নামে ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। এক কথায় যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখুন না কেন, এই পৃথিবী ফেতনা ও নৈরাজ্যে পরিবেষ্টিত। দরিদ্ররাও এটি থেকে নিরাপদ নয় আর ধনীরাও নিরাপদ নয়। উন্নত বিশ্বও এটি থেকে নিরাপদ নয় আর স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশও এটি থেকে নিরাপদ নয়। বস্তুত মানুষ, যারা এ যুগে নিজেদেরকে অত্যন্ত উন্নত মনে করে আর মনে করে যে, এটি জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি ও আলোর যুগ, সত্যিকার অর্থে তারা অমানিশায় নিমজ্জিত। আর খোদা তা'লাকে ভুলে গিয়ে বস্তুজগতের সন্ধান এবং এটিকেই নিজেদের উপাস্য মনে করে আর প্রতিপালক জ্ঞান করে ধ্বংসের গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বরং এর কিনারায় পৌঁছে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে অমুসলিম বিশ্ব যদি জাগতিক চাকচিক্যে নিমজ্জিত হয়, তবুও তা মানুষের কাছে কিছুটা বোধগম্য, কেননা তাদের ধর্ম বিকৃতির শিকার। তাদেরকে খোদার পানে পথের দিশা দেওয়ার জন্য তাদের ধর্ম সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ সমাধান পেশ করে না। কিন্তু মুসলমানদের জন্য বিস্মিত হতে হয়, যাদের কাছে এক সম্পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ স্বীয় প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ যুগের ইমামকে পাঠিয়েছেন, যার দায়িত্ব ছিল আলেমদের পারস্পরিক মতভেদের ফলশ্রুতিতে কুরআনের তফসীরে বা ধর্মের ক্ষেত্রে সৃষ্ট মতভেদ এবং ভ্রান্ত রীতিনীতির সংশোধন করা। কিন্তু মুসলমানরা খোদার প্রেরিত এই মহাপুরুষের কথা শুনে এ মতভেদ ও নৈরাজ্যকে দূরীভূত করার দিকে আসার পরিবর্তে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি ধর্মের নামে আলেমদের পিছনে চলছে আর এদের অন্ধ অনুকরণ করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তির কথা শোনার জন্য তারা প্রস্তুত নয়। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর নৈরাজ্যের অবসান এবং পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার আর খোদাকে চেনার জন্য একটি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন; কিন্তু মুসলমানরা এদিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। আর এ কারণেই মুসলিম বিশ্ব এখন সবচেয়ে বেশি ফ্যাসাদ ও নৈরাজ্যের বলি হচ্ছে। এদের ধর্মীয় এবং জাগতিক পথপ্রদর্শকরা তাদেরকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে আর একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা পরস্পরের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠছে। আর এই সুযোগে বহির্বিশ্ব বিশেষ করে অমুসলিম শক্তিগুলো মুসলমান দলগুলোকে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত করতে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধের সরঞ্জামও দিচ্ছে আর সামরিক সাহায্যও সরবরাহ করছে। অতএব এটি অনেক বড় একটি বেদনাদায়ক বিষয়। আর এই অবস্থা যেখানে আমাদের নিজেদের জন্য অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছে তাদের জন্য এবং অন্য মুসলমানদের জন্য বা সাধারণ মুসলমানদের জন্য অর্থাৎ যারা এখনো মানে নি তাদের জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। সেখানে এ দিকেও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে, নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এমন করতে হবে যেমনটি মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখতে চেয়েছেন। কেননা আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা যদি তেমন না হয় যেমনটি তিনি (আ.) আমাদেরকে দেখতে চান তাহলে অসম্ভব নয় যে, আমারও সেই দলগুলোর অংশ হয়ে যাব যারা ফেতনা ও নৈরাজ্যে লিপ্ত।

বয়আতের পর তোমাদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত বা এর জন্য তোমাদের কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত? এই মর্মে হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.) ধারাবাহিকভাবে বারংবার নসীহত করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি এখন আমি উপস্থাপন করব যা এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই এগুলো আমাদের মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। এটি ভাববেন না যে, পূর্বেও বেশ কয়েকবার শুনেছি বা পড়েছি। পড়া এবং শোনার পরও মানুষ ভুলে যায়। ধারাবাহিকভাবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন আর বহু বছরের বিভিন্ন অধিবেশনে জামা'তের সদস্যদেরকে নিজেদের অবস্থার মানোন্নয়নের জন্য নসীহত করেছেন তা এ কথারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি তাঁর জামা'ত সম্পর্কে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, কোথাও তারা যেন নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলে না যায়, কোথাও বয়আত গ্রহণের পর আবার তারা বিকৃতির শিকার যেন না হয়ে যায় এবং পুনরায় অমানিশার দিকে অগ্রসর হওয়া যেন আরম্ভ না করে। এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন,

"আমাদের জামা'তের জন্য আবশ্যক হলো এই সমস্যাসঙ্কুল যুগে, যখন সর্বত্র ভ্রষ্টতা, ঔদাসীন্য এবং বিপথগামিতার বাতাস বইছে, তখন আমাদের জামা'তের জন্য আবশ্যক হলো তাকওয়া অবলম্বন করা। এখন পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা এমন যেখানে খোদার আদেশাবলীর কোন গুরুত্ব নেই। অন্যের অধিকার এবং পূর্ববর্তীদের ওসীয়্যতের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। এটিও জানে না যে, আমাদের কী অধিকার আছে আর তা আমাদের কীভাবে প্রদান করতে হবে। সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিও তারা ভ্রুক্ষেপহীন যে সম্পর্কে তাদের নসীহত করা হয়েছে বা যে বিষয়ে তারা নিজেরা ওসীয়্যত করে বা তাদেরকে যে বিষয়ে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "তারা বস্তুজগত ও জাগতিক কার্যকলাপে মাত্রাতিরিক্তভাবে নিমগ্ন। সামান্য জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি দেখেই তারা ধর্মের অংশ জলাঞ্জলি দেয় আর খোদার অধিকার পদদলিত করে। যেমন- মামলাবাজি ও উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে এসব বিষয় দেখা যায়। পারস্পরিক আচার-আচরণে লোভ লিপ্সা প্রাধান্য পায়। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং রিপুর তাড়না দমনে তারা খুবই দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে।" তুচ্ছ বিষয়ে কামনা বাসনা প্রভুত্ব করে। "যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তাদের দুর্বল রাখেন তারা পাপে ধৃষ্টতা দেখায় না।" অর্থাৎ পাপ না করলে এই কারণে যে, তারা দুর্বল, ভয় পায় যে, কোথাও ধরা না পড়ি, শাস্তি না পাই। "কিন্তু দুর্বলতা একটু দূর হতেই এবং পাপের সুযোগ পেতেই ততক্ষণাৎ পাপে জড়িয়ে পড়ে।" তিনি (আ.) বলেন, "আজকের যুগে সর্বত্র সন্ধান করলে এটিই প্রমাণিত হবে যে, মনে হয় যেন সত্যিকার তাকওয়া উঠেই গেছে এবং সত্যিকার ঈমান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। কিন্তু খোদা তা'লা যেহেতু তাদের সত্যিকার তাকওয়া ও ঈমানের বীজ আদৌ বিনষ্ট করতে চান না তাই যখন তিনি দেখেন, ফসল এখন পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন তিনি নতুন ফসল আনয়ন করেন "। অর্থাৎ একটি প্রজন্ম বা ফসল বিনষ্ট হতে থাকলে আরেক ফসল সৃষ্টি করেন। এখানে এর অর্থ হলো যদি একটি প্রজন্ম ধ্বংস হয় বা কিছু মানুষ নষ্ট হয় বা এক জাতি ধ্বংস হয় তাহলে ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করবেন এবং করে থাকেন। তিনি (আ.) বলেন, "সেই চির সতেজ কুরআনই রয়েছে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল্ হিজর : ১০) অর্থাৎ আমরাই এ যিকর অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষাকারী। তিনি (আ.) বলেন, হাদীসের একটি বিশাল অংশও সংরক্ষিত আছে এবং এমনই আরো অনেক কল্যাণও রয়েছে কিন্তু হৃদসমূহ ঈমান ও কর্মশক্তি হতে পূর্ণরূপে শূন্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ কারণেই প্রেরণ করেছেন যেন এসব বৈশিষ্ট্য আবার সৃষ্টি হয়। খোদা তা'লা যখন দেখলেন, এই ময়দান ফাঁকা তখন তাঁর ঈশ্বরত্ব ময়দানের খালি থাকা আদৌ পছন্দ করে নি।" পাপের প্রসার ঘটে থাকলে আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান এবং তাঁর ঈশ্বরত্বের দাবি ছিল এই ময়দানকে পুনরায় এমন মানুষে পরিপূর্ণ করা বা এমন লোক সৃষ্টি করা, যারা পুনরায় ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী হবে, ধর্মের প্রচার ও প্রসারকারী হবে, ধর্মের ওপর আমল ও অনুশীলনকারী হবে। তিনি (আ.) বলেন, "তিনি আদৌ পছন্দ করেন নি যে, এই ময়দান খালি থাকবে আর মানুষ এভাবেই ধর্ম থেকে দূরে থাকবে। তাই এখন এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লা নতুন এক জীবিত জাতিকে সৃষ্টি করতে চান আর এ জন্যই আমরা তবলীগ বা প্রচার করছি যেন তাকওয়াপূর্ণ জীবন লাভ হয়। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৫-৩৯৬)

অতএব আহমদীরা যদি সত্যিকার বয়আত করে থাকে তাহলে জীবিত তথা আধ্যাত্মিকভাবে জীবিতদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে নতুবা কোন লাভ নেই। এখন প্রশ্ন হলো, 'আমরা নতুন জাতি হয়ে যাব'- কেবল এমন মৌখিকভাবে দাবি করলেই কি এই নতুন জাতিসত্ত্বা গঠিত হবে? না। বরং এর জন্য ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন সাধন এবং প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। তবেই আমরা সেই নব জাতিতে পরিণত হতে পারব যারা ইসলামের প্রকৃত মর্ম বুঝে এবং অনুধাবন করে, তখনই আমরা সেসব মানুষের মাঝে পরিগণিত হব যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী আর তবেই আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারব।

ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কী আর তা আমরা কীভাবে অর্জন করতে পারি?-এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদার সকল ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের অধীনস্ত হওয়ার নাম ইসলাম। আর এর সার কথা হলো আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার এবং পূর্ণ আনুগত্য করা। মুসলমান সে, যে নিজের পুরো সত্তাকে কোন আশা ছাড়াই আল্লাহ্র দরবারে সমর্পণ করে। (কোন প্রকার পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (সূরা আল্ বাকারা: ১১৩) অর্থাৎ মুসলমান সে, যে স্বীয় পুরো সত্তাকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসর্গ এবং সমর্পণ করে। এবং বিশ্বাসগতভাবে ও কর্মের ক্ষেত্রে খোদার সন্তুষ্টিই যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, যে সকল পুণ্যকর্ম তার হাতে সাধিত হয় তা অনিহা ও কষ্ট করে নয় বরং তাতে এক স্বাদ ও আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা থাকে।" যদি পুণ্যকর্ম করতে হয়, খোদার নির্দেশ পালন করতে হয় তাহলে তা এমনটি মনে করে করা উচিত নয় যে অনেক বড় বোঝা আমার মাথায় চাপানো হয়েছে বরং প্রতিটি পুণ্যকর্মে আনন্দ পাওয়া উচিত, মানুষের তা উপভোগ করা উচিত এবং সানন্দে করা উচিত, তিনি বলেন, "যা সকল প্রকার কষ্টকে প্রশান্তিতে বদলে দিবে।" তিনি বলেন, প্রকৃত মুসলমান এই বিশ্বাসের কারণে আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসে যে, তিনি আমার প্রেমাস্পদ, প্রভু, স্রষ্টা এবং অনুগ্রহকারী। তাই তাঁর চরণে মাথা রেখে দেয়। সত্যিকার মুসলমানকে যদি বলা হয় যে, এসব কর্মের বিনিময়ে তুমি কিছুই পাবে না, জান্নাতও নেই আর দোযখও নেই, আর কোন আরামও নেই, আর স্বাদ বা আনন্দও নেই তবুও সে নিজের নেককর্ম এবং খোদাকে ভালোবাসা আদৌ পরিত্যাগ করতে পারে না।" এই হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যা তিনি সৃষ্টি করতে চান। কোন প্রতিদানের জন্য নয়, দোযখের ভয়ে নয়, জান্নাত লাভের জন্য নয় বরং খোদার খাঁটি ভালোবাসা থাকা চাই। কিছু না পেলেও খোদার প্রতি ভালোবাসা বাঞ্ছনীয়, "কেননা তাঁর ইবাদত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক আর তাঁর আনুগত্য ও এতায়াতে বিলীন হওয়া কোন প্রতিদান বা পুরস্কারের আশায় নয় বরং সে নিজ সত্তাকে এমন মনে করে যা সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লাকে চেনা এবং তাঁর ভালোবাসা ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া আর কোন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নেই। এ কারণেই সে তার খোদা-প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে যখন এ সকল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যে নিয়োজিত করে, তখন সে তার প্রকৃত প্রেমাস্পদের চেহারা দেখতে পায়। " নিঃস্বার্থ হয়ে যদি খোদার সাথে সম্পর্কের বন্ধন রচনা করে তাহলে খোদার চেহারা দেখা যায় এবং সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। " তার সত্যিকার দৃষ্টি জান্নাত ও দোযখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে না" বরং খোদার সন্তুষ্টিতে নিবদ্ধ থাকে।

খোদার প্রেমে তাঁর নিজের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- "আমি বলি, আমাকে যদি এই বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, খোদার প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের পরিণামে কঠোরতর শাস্তি দেওয়া হবে তাহলে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, আমার প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্ট যে, এমন সব কষ্ট ও পরীক্ষাকে তা এক আনন্দ এবং ভালোবাসার উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের সাথে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। আর শাস্তি ও দুঃখকষ্ট দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান সত্ত্বেও খোদার আনুগত্য ও এতায়াত থেকে কখনো এক পদক্ষেপ পরিমাণ বেরিয়ে আসাকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বরং অনন্ত মৃত্যুর চেয়ে বেশি দুঃখ ও বিপদাপদের সমাহার বলে মনে করে। তিনি বলেন, এই অবাধ্যতার কারণে তাকে যতই স্বাচ্ছন্দ ও আরামের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক না কেন একজন সত্যিকার মুসলমান খোদার নির্দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে নিজের জন্য ধ্বংসের কারণ মনে করে। তিনি বলেন, তাই সত্যিকার মুসলমান হওয়ার জন্য এমন প্রকৃতির অধিকারী হওয়া আবশ্যক, যেন আল্লাহ্র ভালোবাসা এবং আনুগত্য কোন শাস্তি বা পুরস্কারের ভয় কিম্বাআশার ভিত্তিতে না হয় বরং তা প্রকৃতির এক স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য ও অংশ হওয়া চাই, তাহলে সেই ভালোবাসা তার জন্য এক জান্নাত সৃষ্টি করে আর এটিই সত্যিকার জান্নাত। কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ সে এই পথ অবলম্বন না করবে। তাই আমি তোমাদেরকে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ, এ পথে প্রবেশের শিক্ষা দিচ্ছি কেননা, জান্নাতের প্র কৃত রাস্তা এটিই।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮১-১৮৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক ও ভালোবাসা সম্বন্ধে এই আশা ও প্রত্যাশাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে পোষণ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, খোদার নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য করা আর শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করা কোন সহজ বিষয় নয়, কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কেবল তবেই আহমদী হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। তাই তিনি নিজেই এ প্রশ্ন তুলেছেন যে, "এতায়াত কি সহজ কোন বিষয়?" পুনরায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য করে না সে এই জামা'তকে দুর্নাম করে।

নির্দেশ একটি নয় বরং বহু নির্দেশ রয়েছে। যেভাবে জান্নাতের অনেক দরজা রয়েছে, কেউ কোন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে আর কেউ অন্য কোন দ্বার দিয়ে। একইভাবে দোযখেরও অনেক দরজা রয়েছে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা দোযখের একটি দ্বার বন্ধ করবে ঠিকই , কিন্তু অপর দরজা খোলা রাখবে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! নিছক নাম লিখিয়ে কেউ জামা'তভুক্ত হয় না।" শুধু নাম লিখালেই জামা'তভু ক্ত হওয়া যায় না, "যতক্ষণ নাম লিখানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন না করা হয়।" তিনি (আ.) বলেন, "পরস্পরকে ভালোবাস, কারো অধিকার হরণ করো না, একে অপরের অধিকার পদদলিত করো না আর আল্লাহ্ তা'লার পথে পাগলপারা হয়ে যাও, যেন খোদা তোমাদের প্রতি কৃপা করতে পারেন। এর বাইরে কিছু নেই।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "খোদার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য পূর্ণ ও নিখুঁত ঈমান আনয়ন এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক।" তিনি (আ.) বলেন, "এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হলো, যেভাবে মুখে শুধু মিষ্টি বা মিছরি বলে দিলে অথবা মিষ্টি মিষ্টি বললেই কারো মুখ মিষ্টি হয়ে যায় না যতক্ষণ সে মিষ্টি না খায়, একইভাবে খোদাপ্রেম ও একত্ববাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি কোন কাজের নয় যতক্ষণ ব্যবহারিকভাবে তা প্রমাণিত না হবে। আর ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা তখনই প্রমাণিত হবে যখন জাগতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার বোঝা ফেলে দিয়ে ধর্মকে অগ্রগণ্য করা হবে।" তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের জামা'ত যদি খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাহলে ধর্মকে অগ্রগণ্য কর, যদি খোদাকে তুষ্ট করতে হয় তাহলে ধর্মকে প্রাধান্য দাও। ধর্ম তোমাদের দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।" তিনি সতর্ক করে বলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা না থাকে তাহলে তোমরা মিথ্যাবাদী। এমন ক্ষেত্রে যার মাঝে বিশ্বস্ততা নেই সে শত্রুর পূর্বে ধ্বংস হবে।" তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা প্রতারিত হতে পারেন না, তাঁকে প্রতারিত করা যায় না আর কেউ তাঁকে প্রতারিত করতে পারেও না। তাই আবশ্যিক বিষয় হলো তোমরা সত্যিকার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি কর।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৮-১৯০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে, কীভাবে এটি অর্জন করা যায় এবং সাহাবীরা কীভাবে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর এ লক্ষ্যে কীভাবে তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত, তিনি (আ.) বলেন, "দেখ! দুই শ্রেণীর মানুষ হয়ে থাকে। এক শ্রেণী হলো তারা যারা ইসলাম গ্রহণ করে জাগতিক কার্যকলাপ ও ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়, শয়তান তাদের মাথায় ভর করে। তিনি (আ.) বলেন, "আমার কথার অর্থ এটি নয় যে, ব্যাবসা করা নিষেধ (বা জাগতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ।) না, সাহাবীরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন, কিন্তু তারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর ইসলাম-সংক্রান্ত সেই সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করেছেন যা তাদের হৃদয়কে দৃঢ়বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করে। এ কারণেই তারা কোন ময়দানেই শয়তানের আক্রমণে দোদুল্যমান হন নি। শয়তান তাদের ওপর হামলা করতে পারে নি, শয়তান তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে নি। তারা জাগতিক কার্যকলাপও করতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাকে সব সময় স্মরণ রাখতেন। কোন বিষয়ই তাদেরকে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি (আ.) বলেন, আমার একথা বলার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র এতটুকুই যে, যারা সম্পূর্ণ রূপে বস্তুজগতের দাস হয়ে যায় এবং মনে হয় যেন তারা দুনিয়ার পূজারি হয়ে গেছে, এমন মানুষের ওপর শয়তান নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং জয়যুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ হলো তারা যারা ধর্মের উন্নতি নিয়ে চিন্তিত থাকে। এই শ্রেণি তারা যাদেরকে হিযবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র জামা'ত বলা হয় আর তারা শয়তান এবং তার সৈন্যবাহিনীর ওপর জয়যুক্ত হয়। সম্পদ যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বৃদ্ধি পায় তাই আল্লাহ্ তা'লাও ধর্মের অনুসন্ধিৎসা এবং ধর্মের উন্নতির বাসনা লালন করাকে এক বাণিজ্যই আখ্যায়িত করেছেন। অতএব তিনি বলেন- هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ (সূরা আস্ সাফ্‌ফ: ১১) অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যাবসা সম্পর্কে অবহিত করব না যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তিনি (আ.) বলেন, সবচেয়ে ভালো ব্যাবসা হলো ধর্মের উন্নতির জন্য ব্যাবসা করা যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করে। অতএব আমিও তোমাদেরকে খোদার ভাষাতেই বলছি, هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ তিনি বলেন, "আমি তাদের কাছে বেশি আশা রাখি যারা ধর্মীয় উন্নতি এবং আগ্রহকে দমে যেতে দেয় না। যাদের এই আগ্রহ কমে যায় তাদের সম্পর্কে আমার এই আশঙ্কা থাকে যে, শয়তান কোথাও তাদের ওপর জয়যুক্ত না হয়ে যায়।" অর্থাৎ যারা অবিচল নয় তারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য রাখতে পারে না। তখন অলসতাও আরম্ভ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে মানুষ শয়তানের করায়ত্তে চলে যায়। তিনি বলেন, " তাই কখনো অলস হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক বিষয়, যা মানুষ বুঝে না, তা জিজ্ঞেস করা উচিত যেন তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। জিজ্ঞেস করা নিষিদ্ধ নয়। অস্বীকারকারী হলেও জিজ্ঞেস করা উচিত।" অ-আহমদী কেউ কোন কথা না মানলেও তাদের তবলীগ করা উচিত। ন্যায়বিচারের দাবি হলো তারাও যেন জিজ্ঞেস করে। "আর এক মু'মিনকেও যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হয় তাহলে জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত।" তিনি (আ.) বলেন, "যারা জ্ঞানগত উন্নতি চায় বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চায় তাদের উচিত কুরআন শরীফ মনোযোগ সহকারে পড়া এবং যেখানে বুঝে না সেখানে জিজ্ঞেস করা। যদি কোন তত্ত্বপূর্ণ কথা বুঝতে না পারে তাহলে অন্যদের জিজ্ঞেস করে লাভবান হওয়া উচিত।" তিনি (আ.) বলেন, কুরআন এক ধর্মীয় সমুদ্র যার গভীরে অত্যন্ত দুর্লভ এবং অমূল্য রত্ন ও মণিমুক্তা রয়েছে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৩-১৯৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

একবার তাকওয়ার গুরুত্বের প্রতি জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আমাকে যে বিষয়ের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা হল "অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে যে জন্য প্রেরণ করেছেন "তাকওয়ার ময়দান ফাঁকা। তাকওয়া থাকা বাঞ্ছনীয়, এটি নয় যে তরবারি হাতে নিবে।" তরবারি হাতে নিবে না, মানুষের শিরচ্ছেদ করবে না। যেমনটি আজকাল কতক সংগঠন বা সন্ত্রাসী শ্রেণি ইসলামের নামে করে বেড়াচ্ছে। বরং যদি ধর্মের প্রচার ও প্রসার যদি করতে হয়, তবলীগ যদি করতে হয়, তরবীয়ত করতে হয়, তাহলে প্রথমে নিজের ভিতর তাকওয়া সৃষ্টি কর। তাকওয়া যদি থাকে তাহলে সব কাজই ধীরে ধীরে সূচিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, তরবারি হাতে নিবে না, এটি নিষিদ্ধ। তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বনকারী হও তাহলে সারা পৃথিবী তোমাদের সাথে থাকবে। অতএব নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা মদ পান করে বা যাদের ধর্মীয় চিহ্নাবলীর সবচেয়ে বড় চিহ্ন হলো মদ, তাকওয়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা পুণ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। অতএব আল্লাহ তা'লা যদি আমাদের জামা'তকে এমন সৌভাগ্য দান করেন যে, তারা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ্য লাভ করে আর তাকওয়া ও পবিত্রতার ময়দানে উন্নতিকরে, তাহলে এটিই মহা সাফল্য। আর এর চেয়ে বেশি কার্যকর আর কিছু হতে পারে না।" তরবারির মাধ্যমে যুদ্ধ করবে না বরং প্রথমে তাকওয়া সৃষ্টির জন্য নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এরপর মানুষ অন্যদেরকেও বার্তা পৌঁছাতে পারে আর তখন মানুষ এতে আর অসন্তুষ্টও হবে না। তিনি (আ.) বলেন, "এখন সারা পৃথিবীর ধর্মগুলোকে দেখ যে, আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া হারিয়ে গেছে আর জাগতিক সম্মান ও প্রতিপত্তিকে খোদা বানানো হয়েছে। সত্য খোদা অন্তরালে চলে গেছেন আর তাঁর অসম্মান করা হয়। কিন্তু খোদা তা'লা এখন চান যেন তাঁকে নিজে থেকেই মানা হয় আর পৃথিবী যেন তাঁকে চিনে। যারা বস্তুজগৎকে খোদা মনে করে তারা খোদার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৩-১৯৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তাই সবাইকে পুনরায় আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে, খোদা তা'লার প্রাপ্য প্রদানের জন্য জাগতিক লক্ষ্য অর্জনের দিকে আমাদের দৃষ্টি বেশি নয় তো? যদি খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হয় তাহলে ধর্মকে অগ্রগণ্য করতে হবে আর জাগতিক উদ্দেশ্যাবলীকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে হবে। অতএব আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা কি ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছি নাকি বস্তুবাদিতা আমাদের ধর্মের ওপর রাজত্ব করছে? তাকওয়ার ক্ষেত্রে কি আমরা উন্নতি করছি, নাকি তাকওয়ায় ঘাটতি দেখা দিচ্ছে?

নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) আমাদের নসীহত করে বলেন, "পীর ও মুরীদের সম্পর্ক গুরু ও শিষ্যের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা উচিত। যেভাবে শিষ্য গুরুর মাধ্যমে লাভবান হয় একইভাবে ভক্ত তার পীরের মাধ্যমে লাভবান হয়। কিন্তু শিষ্যের গুরুর সাথে সম্পর্ক থাকলেও যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর না হয় তাহলে সে লাভবান হতে পারে না। একই অবস্থা মুরীদ বা ভক্তেরও হয়ে থাকে। এক শিক্ষকের সাথে ছাত্র যদি সম্পর্ক রাখে, তার সাথে পরিচিতি রাখে, কিন্তু জ্ঞান অর্জন না করে বা তার কথা না মানে তাহলে সে লাভবান হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, পীর এবং মুরীদেরও একই সম্পর্ক। আমার সম্পর্ক আছে, শুধু এ কথা বললেই সে লাভবান হতে পারে না, যতক্ষণ সেসব কথা অনুসারে কাজ না করবে যা তোমাদের বলা হয়। তিনি (আ.) বলেন, এই জামা'তের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি বৃদ্ধি করা উচিত। সত্যান্বেষীর এক জায়গায় গিয়ে স্থবির হয়ে যাওয়া আদৌ উচিত নয়। নতুবা অভিশপ্ত শয়তান অন্য পথে পরিচালিত করবে। যেভাবে আবদ্ধ

পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, (পানি যদি কিছুকাল আবদ্ধ থাকে তাহলে তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়) একইভাবে মু'মিন যদি স্বীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে চেষ্টা ও সাধনা না করে তাহলে তারা অধঃপতিত হয়।" যদি সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে উন্নতির পানে পদচারণা অব্যাহত থাকা উচিত। এক জায়গায় যদি দাঁড়িয়ে থাক তাহলে পরবর্তীতে দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না, পড়ে যাবে, ধরাশায়ী হবে। তিনি (আ.) বলেন, "অতএব পুণ্যবানদের জন্য আবশ্যক হলো ধর্মের সন্ধানে রত থাকা। মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বড় কোন কামেল বা পূর্ণ মানব পৃথিবীতে অতিবাহিত হয় নি কিন্তু তাঁকেও رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (সূরা তাহা: ১১৫) পড়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতএব আর কে আছে, যে নিজের জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির ওপর পূর্ণরূপে নির্ভর করে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিবে আর ভবিষ্যতে উন্নতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করবে না। জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি লাভের ক্ষেত্রে মানুষ যতই উন্নতি করবে ততই সে অবগত হবে যে, এখনো অনেক বিষয়ের সমাধান হওয়া বাকি আছে। এক শিশু যেভাবে জ্যামিতির উদ্ভাবক 'কলীদুস' এর আকৃতিগুলোকে সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে করে একইভাবে সে-ও অনেক বিষয়কে প্রাথমিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে বাজে মনে করত, কিন্তু অবশেষে সেই সব বিষয়ই তার সামনে সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তাই নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের পাশাপাশি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সব বিষয়কে পরিপূর্ণতা দেওয়া কতই না আবশ্যক। তোমরা অনেক বাজে কথা পরিত্যাগ করে এই জামা'তকে গ্রহণ করেছ। তিনি (আ.) বলেন, অনেক অর্থহীন বিষয় পরিত্যাগ করে তোমরা এই জামা'তকে গ্রহণ করেছ। তাই তোমরা যদি এই জামা'ত সম্পর্কে পুরো জ্ঞান এবং সূক্ষ্মদর্শিতা অর্জন না কর তাহলে কী লাভ হলো?" আমরা বয়আত করলাম, আহমদী হলাম বা আমরা জন্মগত আহমদী এতে কোন লাভ নেই, যতক্ষণ জ্ঞান অর্জন না করবে, জ্ঞান বৃদ্ধি না করবে, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি না করবে, জন্ম সূত্রে আহমদী হওয়াও কোন কাজে আসবে না আর বয়আতও কোন কাজে দিবে না। তিনি (আ.) বলেন, "বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে তোমরা শক্তিশালী কীভাবে হবে"? যদি জ্ঞান বৃদ্ধি না কর। "তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে হৃদয়ে সন্দেহ দানা বাঁধলে অবশেষে পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অনেক মানুষ পিছনে সরে পড়ে যাদের মাথায় আপত্তি দেখা দেয় অথবা অনেকে শুধু এ কারণে আহমদীয়াত বা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, আমাদের আত্মীয়স্বজন আহমদী, এমন লোকদের কোন লাভ নেই। তারা যদি জ্ঞান অর্জন করে তাহলে যে দুর্বলতা আছে তা দূরীভূত হতে পারে। তখন তারা পদস্খলনের শিকার হবে না এবং শয়তানও হামলা করবে না।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পূর্বেও যেভাবে কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং প্রণিধানের নসীহত করেছেন একইভাবে তাঁর পুস্তক পুস্তিকা পড়া এবং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। একইভাবে খিলাফতের সাথে সম্পর্কের বন্ধন রচনারও চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য এম.টি.এ রূপী যে নেয়ামত দিয়েছেন তার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত আর খলীফায়ে ওয়াক্তের যত অনুষ্ঠান রয়েছে সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। যারা এই সম্পর্ককে একটি বিশেষ আন্তরিকতার সাথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, অনেকেই এম.টি.এ শুনে এবং এর সাথে সম্পর্কও আছে, আমার কাছে তারা পত্রে লেখে যে, এই সম্পর্কের কারণে তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। অতএব এটি অনেক বড় একটি মাধ্যম যা থেকে প্রত্যেক আহমদীর লাভবান হওয়া উচিত।

পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসা এবং পরস্পরের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করা আর পরস্পরের প্রাপ্য প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"আসল কথা হলো অভ্যন্তরীণভাবে জামা'তের প্রত্যেক সদস্য এক পর্যায়ে থাকে না।" এটি হতে পারে না যে, সবাই সমান হবে। "বীজতলায় বীজ বপনের পর সব বীজ কি একইভাবে অঙ্কুরিত হয়? "আমরা গমের বীজ বপন করি, জমিতে সব বীজ অঙ্কুরিত হয় না, "অনেক বীজ এমন থাকে যা নষ্ট হয়ে যায়, কিছু বীজ এমন থাকে যা পাখি খেয়ে ফেলে। আবার কিছু অন্য কোন কারণে ফলপ্রদ হয় না বা তাতে ফল ধরে না। মোটকথা সেগুলোর ভিতর যেগুলো উন্নত মানের হয়ে থাকে,(ভালো হয়ে থাকে এবং অঙ্কুরিত হওয়ার রসদ যেগুলোতে মজুত থাকে) "সেগুলোকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্‌র খাতিরে যে জামা'ত প্রস্তুত হয় সেই জামা'ত তো 'কা যারইন' হয়ে থাকে (অর্থাৎ শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় হয়ে থাকে।) তাই এই নীতির ভিত্তিতে এর উন্নতি করা আবশ্যক। " কেউ দুর্বল, কেউ বেশি ধর্মীয় জ্ঞান রাখে, কেউ কোন দিক থেকে উত্তম, কারো মাঝে কোন নেকী বা পুণ্য রয়েছে, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সেগুলো উন্নতি করে । যারা দুর্বল তাদের সাথে নিয়ে অগ্রসর হওয়া সবলদের দায়িত্ব। তিনি (আ.) বলেন, "কাজেই দুর্বল ভাইদের সাহায্য করা এবং তাদের শক্তি জোগানো আবশ্যক। এটি কতই না অন্যায় কথা যে, দুই ভাইয়ের একজন সাঁতার জানে, দ্বিতীয় জন জানে না। দ্বিতীয় জনকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা প্রথম জনের কি কর্তব্য নয়? নাকি তাকে ডুবতে দিবে? তাকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা তার কর্তব্য। সে কারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى । অর্থাৎ নেকী এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা কর। তিনি (আ.) বলেন, দুর্বল ভাইদের বোঝা বহন কর। ঈমান, আমল এবং আর্থিক দুর্বলতার ক্ষেত্রেও তাদের সঙ্গী হও।" আমলের দুর্বলতার ক্ষেত্রেও সহযোগী হয়ে যাও। কিন্তু কীভাবে হবে? তাদের ব্যবহারিক দুর্বলতা অবলম্বন করে? না, বরং সেগুলো দূরীভূত করার চেষ্টা কর। ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে যদি দুর্বলতা থাকে আর তোমার ঈমান যদি দৃঢ় হয় তাহলে তাদের ঈমান রক্ষা করার চেষ্টা কর। আর্থিক বিষয়ে দুর্বলতা যদি থাকে তবে আর্থিক সাহায্য করতে পারলে কর, নতুবা জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে বল, জামা'তের ব্যবস্থাপনা যতটা পারে সাহায্য করবে। তিনি (আ.) বলেন, "দৈহিক দুর্বলতারও চিকিৎসা কর। যদি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাহ্যিক রোগব্যাধি থাকে, সেগুলোরও চিকিৎসা কর। কোন জামা'ত জামা'ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সবলরা দুর্বলদের সহায় না হয়। আর এর একমাত্র উপায় হলো তাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখা।' পরস্পরের দোষত্রুটি বলে বেড়ানোর পরিবর্তে সেগুলো গোপন রাখা উচিত। "সাহাবাদের এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, নতুন মুসলমানদের দুর্বলতা দেখে তোমরা ক্ষুন্ন হয়ো না, কেননা তোমরাও এমনই দুর্বল ছিলে। একইভাবে যে বড় তার উচিত ছোটর সেবা করা, তাকে ভালোবাসা এবং তার সাথে কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করা। দেখ! সেই জামা'ত কোনভাবেই জামা'ত হতে পারে না, যারা পরস্পরকে খায় । চারজন একত্রে বসলে তাদের এক দরিদ্র ভাইয়ের সম্পর্কে কুৎসা ও নিন্দা করে। " পরস্পরকে তো কেউ খেতে পারে না, এখানে খাওয়ার অর্থ হলো যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, তোমরা যে কুৎসা কর আর কুধারণা পোষণ কর, তা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ারই নামান্তর। তাই কারো দোষত্রুটির ওপর দৃষ্টি দিও না বরং প্রত্যেকের গুণাবলী দেখবে। তিনি (আ.) বলেন, "কোন জামা'ত জামা'ত হতে পারে না, যারা পরস্পরকে খায় আর চারজন একত্রে বসলে নিজেদের দরিদ্র এক ভাইয়ের কুৎসা করে, (তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা আরম্ভ করে) সমালোচনা করে, দরিদ্র এবং দুর্বলদের হেয় করে এবং তাদেরকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এমনটি আদৌ হওয়া উচিত নয় বরং ঐক্যের ফলে শক্তি সঞ্চয় হওয়া উচিত এবং একতা গড়ে উঠা উচিত, যার ফলে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং আশিস লাভ হয়। আমি দেখি যে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, আর এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, বিরোধীরা যারা আমাদের প্রতিটি কথার ওপর দৃষ্টি রাখে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে পত্রপত্রিকায় বড় বিষয় হিসেবে ছাপিয়ে দেয়। তিনি (আ.) বলেন, "আর এভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।" মানুষকে বলে যে, দেখ! এদের মাঝে এই এই দোষত্রুটি রয়েছে। আর সাধারণ মানুষ যেহেতু তদন্ত করে না তাই তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। কিন্তু যদি অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি না থাকে তাহলে এমন বিষয়াদি ছেপে এবং এ ধরনের খবর প্রচার করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ধৃষ্টতা তারা কীভাবে দেখাতে পারে? নৈতিক গুণাবলীর পরিধিকে বিস্তৃত করা হয় না কেন? এটি তখনই সম্ভব যদি সহানুভূতি, ভালোবাসা, ক্ষমাপরায়ণতা ও সম্মানের গণ্ডিকে সার্বজনীন করা হয় আর সব অভ্যাসের ওপর দয়া, সহানুভূতি এবং দোষত্রুটি ঢেকে রাখাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।" একজনের অপরাধ দেখে তা গোপন করা উচিত, তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়, তার দুর্বলতা ফলাও করে প্রচার করা উচিত নয়। বর্তমানে এক অদ্ভুত রীতির উদ্ভব হয়েছে , স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের দুর্বলতা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা করা আরম্ভ করেছে আর তা রেকর্ড করা আরম্ভ করেছে। তিনি (আ.) বলেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় এত কঠোরভাবে ধৃত করা উচিত নয় যা মর্মপীড়া এবং মনোমালিন্যে পর্যবসিত হতে পারে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

এরপর ভ্রাতৃত্ব বোধ এবং সহানুভূতি সম্পর্কে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমাদের জামা'ত ততদিন দৃঢ়তা লাভ করতে পারে না যতক্ষণ তারা পরস্পরের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি প্রদর্শন না করবে। ফুলে-ফলে সুশোভিত হতে হলে, নিজেদের মাঝে সত্যিকার সহানুভূতি থাকতে হবে। যাদেরকে পুরো শক্তি দেওয়া হয়েছে তাদের উচিত দুর্বলদের ভালোবাসা। " যাকেই শক্তি দেওয়া হয়েছে সে যেন দুর্বলকে ভালোবাসে। আমি যখন শুনি, কেউ কারো দুর্বলতা বা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে তার সাথে ভালো ব্যবহার করে না, বরং তাকে অপছন্দ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। অথচ উচিত ছিল তার জন্য দোয়া করা, তাকে ভালোবাসা এবং উত্তম আচরণ ও কোমলতার মাধ্যমে বুঝানো, কিন্তু এমনটি না করে বিদ্বেষ পোষণ করা হয়। যদি মার্জনা করা না হয়, সহানুভূতি প্রদর্শন করা না হয় তাহলে এভাবে অধঃপতিত হতে হতে পরিশেষে অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয়।" তিনি

(আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার নিকট এমন আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। সত্যিকার জামা'ত তখন গঠিত হয় যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, অন্যের দুর্বলতা ঢেকে রাখে। এই অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে এক সত্তায় পরিণত হয়ে একে অন্যের অঙ্গ হয়ে যায় আর পরস্পরকে মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়ে বেশি মনে করে। কারো পুত্র যদি কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তার দুর্বলতা ঢাকা হয়, তাকে পৃথকভাবে ডেকে বুঝানো হয়, কখনোই এটি প্রচার করে বেড়াতে চায় না।" কেউ যখন নিজের পুত্রের দোষত্রুটি দেখে তখন বুঝায়, মানুষের মাঝে তা বলে বেড়ায় না। কাছের মানুষ হলে তার দুর্বলতা ও দোষত্রুটি গোপন রাখা হয়, সেটি প্রচার করা হয় না। তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে পরস্পর ভাই-ভাই বানান, সে ক্ষেত্রে ভাইদের অধিকার বা প্রাপ্য কি এটিই?" এখানে ভাই বলতে সকল নিকটাত্মীয়কে বুঝানো হয়েছে। "এ সংসারে ভাই ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করে না।" তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, "আমি মির্যা নিজাম উদ্দিন প্রমূখকে দেখি, [মির্যা নিজাম উদ্দিন প্রমূখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয় ছিল, যারা তাঁর বিরোধীও ছিল আর ধর্ম থেকেও বিচ্যুত ছিল] তাদের জীবন বাছ-বিচারহীন জীবন, কিন্তু যখন কোন মামলা মোকদ্দমার বিষয় আসে তখন তিনজনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তারা ফকিরীও ভুলে যায়। তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় মানুষ জীবজন্তু, বানর বা কুকুরের কাছ থেকেও শিক্ষা নেয়। অভ্যন্তরীণভাবে বিভেদ থাকার রীতি আদৌ কল্যাণকর নয়। আল্লাহ্ তা'লা সাহাবীদেরকেও নেয়ামত ও ভ্রাতৃত্বের কথা স্মরণ করিয়েছেন। স্বর্ণের পাহাড় খরচ করলেও সেই ভ্রাতৃত্ব তাদের লাভ হতো না যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তাঁরা পেয়েছেন। অনুরূপভাবেই আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এমন ভ্রাতৃত্বও তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ্‌র কাছে আমার অনেক বড় আশা ও ভরসা রয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে- جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (সূরা আলে ইমরান: ৫৬) অর্থাৎ যারা তোমার অনুসরণ করে তাদেরকে আমরা তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কেয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখব। তিনি (আ.) বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তিনি এমন এক জামা'ত গঠন করবেন যারা কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত থাকবে। কিন্তু এই দিনগুলো যা পরীক্ষার দিন ও দুর্বলতার যুগ। " সেই যুগ দুর্বলতার যুগ ছিল, আজকাল বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ কথার ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত যে, তাদের এই যে দুর্বল অবস্থা, যেখানে সরকার, আইন প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনও তাদের বিরুদ্ধে পূর্বের চেয়ে বেশি সক্রিয়। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করুন।) তিনি (আ.) বলেন, "এই দুর্বলতার যুগ সবাইকে আত্মসংশোধন এবং নিজের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের সুযোগ দেয়। দেখ! পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মর্মপীড়া দেওয়া আর কঠোরভাষা প্রয়োগ করা, অন্যদের কষ্ট দেওয়া এবং দুর্বল ও অসহায়দের তুচ্ছ জ্ঞান করা ঘোর পাপ। তোমাদের মধ্যে এক নতুন আত্মীয়তা এবং নতুন ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে আর পূর্বের ধারা কর্তিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই নতুন জাতি সৃষ্টি করেছেন; ধনী, দরিদ্র, এবং যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই যার অন্তর্ভুক্ত। অতএব দরিদ্রদের সম্মানিত ভাইদের গুরুত্ব ও সম্মান দেওয়া কর্তব্য অপরদিকে ধনীদেরও কর্তব্য হল দরিদ্রদের সাহায্য করা, তাদেরকে ভিক্ষুক এবং লাঞ্ছিত মনে না করে। কেননা তারাও ভাই, যদিও পিতা ভিন্ন ভিন্ন। তোমাদের সবার আধ্যাত্মিক পিতা একই আর তারা সবাই একই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৩৪৮-৩৪৯, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি (আ.) আমাদের সংশোধনের জন্য তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ' পড়ার নসীহত করেছেন আর একে বার বার পড়তে বলেছেন। যেভাবে তিনি বলেন,

"আমি আমার জামা'তকে বারংবার বলেছি, তোমরা কেবল এই বয়আতের উপরই নির্ভর করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এর সত্যতা উপলব্ধি না করবে ততক্ষণ মুক্তি নেই। ছিলকা নিয়ে যে সন্তুষ্ট থাকে সে মগজ বা মজ্জা থেকে বঞ্চিত থাকে।" শুধুমাত্র বহিরাবরণ দেখা যথেষ্ট নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এর ভেতরের শাস হস্তগত করার চেষ্টা না করবে। মুরীদ বা ভক্ত যদি আমল না করে তাহলে পীরের বুযুর্গী তার কোন কাজে আসবে না। কোন চিকিৎসক কাউকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলে সে যদি সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে তাক-এ রেখে দেয় তাহলে তার আদৌ কোন লাভ হবে না।" এর উপমা হল, যেভাবে ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ব্যবহার না করে অভিযোগ করবে যে, আমি সুস্থ হই নি। আধ্যাত্মিক রোগীদের অবস্থাও একই। কথা যদি কাজে রূপায়িত না করা হয় তাহলে কোন লাভ হবে না। আর আদৌ কোন লাভ হবে না। কেননা উপকার হল (ব্যবস্থাপত্রে) উল্লিখিত নির্দেশ পালন করার পরিণাম, যা থেকে সে দূরে থেকেছে।" তিনি বলেন, 'কিশতিয়ে নূহ' বার বার পাঠ কর আর তদানুসারে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন কর। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا (সূরা আশ্ শামস: ১০) অর্থাৎ নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজের নফসকে পবিত্র করেছে, আত্মশুদ্ধি করেছে। তিনি বলেন, "এমনিতে সহস্র সহস্র চোর, ব্যাভিচারী, পাপাচারী, মদ্যপ ও দুরাচারী মহানবী (সা.)-এর উম্মত হওয়ার দাবি করে, কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা কি সত্যিকার অর্থে এমন? মোটেই নয়। উম্মতী তারাই, যারা তাঁর শিক্ষার ওপর শতভাগ প্রতিষ্ঠিত।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতপর 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক জামা'তে পাঠ করে শোনানো এবং এর পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কিশতিয়ে নূহ'তে আমি আমার জামা'তের শিক্ষা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি, আর প্রত্যেক ব্যক্তির এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক শহরের জামা'তে জলসা করে এটি সবাইকে শোনানো আবশ্যক। একজন অবসরপ্রাপ্ত এবং সক্রিয় ব্যক্তিকে পাঠানো উচিত যে তা পড়ে শোনাবে। আর এমনিতেই যদি বিতরণ করা আরম্ভ কর তাহলে পঞ্চাশ হাজার হলেও যথেষ্ট হবে না। এভাবে এর প্রচার প্রসারের কাজও হবে আর আমরা যে ঐক্য দেখতে চাই তাও জামা'তের মাঝে সৃষ্টি হতে আরম্ভ করবে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪০৮, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব এটি পঠন-পাঠনের যেখানে জামা'তী ব্যবস্থা থাকা উচিত একইভাবে এম.টি.এ.তেও তা পড়ার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া উচিত। সবার এটিকে নিজ জীবনের অংশ করে নেওয়া উচিত। নিজেও পড়া উচিত এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও চেষ্টা থাকা চাই।

পাপ থেকে বিরত থাকার নসীহত এবং সত্যিকার আহামদীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"তোমাদের কাজ এখন এটিই হওয়া উচিত যে, দোয়া, এস্তেগফার এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত, আত্মশুদ্ধি এবং আত্মসংশোধনের কাজে নিয়োজিত হও আর নিজেকে খোদার দান এবং খোদার স্নেহদৃষ্টির যোগ্য কর, যার প্র তিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। যদিও আমার সাথে খোদার অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যার সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তা পূর্ণতা লাভ করবে, কিন্তু তোমরা অনর্থক এগুলো নিয়ে অহংকার করো না। সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, পরচর্চা, অহংকার, আত্মশ্লাঘা, পাপাচার, অনাচার, কদাচারের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিকসমূহ এবং আলস্য ও ঔদাসিন্য থেকে বিরত থাক। ভালোভাবে স্মরণ রেখ! শুভ পরিণতি মুত্তাকীদেরই হয়ে থাকে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ। অতএব মুত্তাকী হতে সচেষ্ট হও। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই হয়ে থাকে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪০৮, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার আহমদী হওয়ার এবং তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানকারী হই, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হই, নিজেদের কর্মের সংশোধনকারী হই, নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হই আর খোদার বান্দাদের প্রাপ্য প্রদানকারী হই। এই দিনগুলোতে আমি পূর্বেও ইঙ্গিত করেছি, বিশেষ করে পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে দোয়া করুন, পাকিস্তানীদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। খোদা তা'লা তাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। দেশে সার্বিকভাবে মৌলবীদের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে যে নৈরাজ্য পুনরায় মাথাচাড়া দিয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'লা দেশকেও রক্ষা করুন। মোটের ওপর সারা বিশ্বের জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবী খুব দ্রুত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে রত। এরা আসলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়, অথচ দাবি করছে যে, আমরা নির্যাতিতদের অধিকার নিশ্চিত করতে চাই। সত্যিকার অর্থে এরা নির্যাতিতদের অধিকার আদায়ের নামে, যাদের মাঝে রয়েছে মুসলমান দেশ, সেই মুসলমান দেশগুলোকে ধ্বংস করতে চায়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক-বুদ্ধি দিন, কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। তারা এদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সিদ্ধান্ত যেন নিজেরা গ্রহণ করে, প্রজাদের অধিকার প্রদানকারী হয়, জনসাধারণ যেন সরকারের প্রাপ্য প্রদান করে। আর এই সন্ত্রাসীরা ইসলামের নামে যা করছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ধৃত করুন। উভয় পক্ষকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেকবুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। সবচেয়ে বড় কথা হলো এরা যেন যুগ ইমামের মান্যকারী হয়, কেননা এছাড়া এখন এদের নিরাপত্তার বা অস্তিত্বের কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। এই সমস্ত যুলুম এবং অত্যাচারের অংশ না হয়ে মুসলমানরা যেন ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অনুসারে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে পারে এবং খোদার প্রাপ্য প্রদান করতে পারে। **********

ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলী

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বাণীর আলোকে

অনুবাদঃ মির্যা সফিউল আলম

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিরা এমন এক স্থানে আছে যেখানে প্লেগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আমি অত্যন্ত বিচলিত এবং সেখানে পৌঁছাতে চাই। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, যেওনা। وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ (সুরা বাকারা: ১৯৬) রাতের শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে তাদের জন্য দোয়া কর। তোমার নিজের যাওয়ার চাইতে এটি উত্তম হবে। এমন স্থানে যাওয়া গোনাহর কাজ। (মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৩)

অলঙ্কারাদির উপর যাকাত প্রদান

অ আহমদীদের জানাযা

অ-আহমদীদের পিছনে নামায

(২৬ শে এপ্রিল, ১৯০২ সন) এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, অলঙ্কারাদির উপর যাকাত আছে কি না। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" যে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, যেমন কেউ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যায় সেগুলির জন্য যাকাতের ব্যতিক্রম হবে।

প্রশ্ন করা হল যে, যে ব্যক্তি এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় নি তার জানাযা পড়া বৈধ কি না? হযরত মসীহ মওউদ আঃ) বলেন,

যদি সে জামাতের বিরোধী ছিল এবং আমাদেরকে গাল-মন্দ করত এবং আমাদেরকে খারাপ মনে করত তবে তার জানাযা পড়ো না। আর যদি সে নীরব ও নিরপেক্ষ ছিল তবে তার জানাযা পড়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু শর্ত হল, নামাযে জানাযার ইমাম তোমাদের মধ্য থেকে যেন কেউ হয়, নতুবা এর কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন করা হল, যদি নামাযের ইমাম হুযুর (আঃ) এর ব্যাপারে অবগত না হয়, তবে তার পিছনে পড়ব কি পড়ব না? হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, তোমাদের কর্তব্য হল তাকে অবগত করা। এর পর যদি সে সত্যায়ন করে তবে তা উত্তম , না হলে তার পিছনে নিজের নামায নষ্ট করো না। আর যদি কেউ নীরব থাকে, সত্যায়নও না করে আবার প্রত্যাখ্যানও না করে তবে সে মুনাফিক (কপট) । তার পিছনে নামায পড়ো না। এমন ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্য থেকে নয় এবং তার জানাযা পড়া এবং পড়ানোর মানুষ উপস্থিত রয়েছে, আর তারা তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে জানাযার ইমাম নির্বাচন করাকে পছন্দ করে না আর বিবাদের আশঙ্কা তৈরী হয়, তবে সেই স্থান ত্যাগ কর। এবং অন্য কোন পুণ্য কর্মে নিজেকে নিয়োজিত কর।

(মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৬)

সেভিং ব্যাঙ্ক এবং ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুদের স্কীম

(২৫ শে মে, সন ১৯০২) এক ব্যক্তি একটি দীর্ঘ পত্রে লিখেন যে, সেভিং ব্যাঙ্কের সুদ এবং ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুদ বৈধ কি না। কেননা এটি অবৈধ হওয়ার কারণে মুসলমানদের ব্যবসা বানিজ্যে অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

হযরত আকদস (আঃ) বলেন, এটি শরিয়তের আলোকে আলোচ্য একটি বিষয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা পূর্বক দেখা না হয় এবং এর কারণে সৃষ্ট যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধা আমাদের সামনে না রাখা হয়, আমি এটিকে বৈধ বলে মতামত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। আল্লাহ তা'লা অর্থাপার্জনের জন্য শত সহস্র উপায় সৃষ্টি করে রেখেছেন। মুসলমানদের উচিত সেগুলি অবলম্বন করা এবং এর থেকে বিরত থাকা। ঈমান সিরাতে মুসতাকিমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবং আল্লাহ তা'লার আদেশকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়া অন্যায়। উদাহরণ স্বরূপ, পৃথিবীতে যদি একমাত্র সুদের ব্যবসায় সবচেয়ে লাভদায়ক ব্যবসায় পরিণত হয়, তবে কি মুসলমানরা কি এই ব্যবসা আরম্ভ করে দিবে? হ্যাঁ, যদি আমরা দেখি যে, এটিকে পরিত্যাগ করা ইসলামের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনছে তবে, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ (সুরা নহল, আয়াত- ১১৬) আয়াতের অধীনে সুদকে বৈধ রূপে আখ্যায়িত করব। কিন্তু এটি এমন কোন বিষয় নয়, এটি নিতান্তই একটি ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত বিষয়। আমি এক্ষণে মহৎ মহৎ ধর্মীয় বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছি। আমি তো লোকেদের ঈমান নিয়ে চিন্তিত রয়েছি। এমন তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আমি মনোযোগ দিতে পারি না। যদি আমি মহান কোন আন্দোলন ত্যাগ করে এখন থেকেই এমন তুচ্ছ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি তবে আমার উদাহরণ সেই বাদশার মত হবে যে কোন এক স্থানে অট্টালিকা নির্মাণ করতে চাই কিন্তু সেই স্থানটি বাঘ, হিংস্র পশু ও সাপের রাজত্ব, এছাড়াও মশা-মাছি ও পিঁপড়েরও উপদ্রব রয়েছে। অতএব সে যদি প্রথমে পশু ও সাপের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং সেগুলিকে নির্মূল না করে সর্বপ্রথম মশা-মাছি ধ্বংস করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে তার কি দশা হবে? সেই প্রশ্ন কর্তাকে লেখা উচিত যে, তুমি সর্বপ্রথম নিজের ঈমানের চিন্তা কর। এবং দুই-চার মাসের জন্য এখানে এসে অবস্থান কর, যাতে তোমার মন ও মস্তিষ্কে জ্যোতির সঞ্চার হয় আর যেন এমন চিন্তায় না পড়।

(মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১০)

নামায আরবী ভাষায় পড়া উচিত

নামায নিজস্ব ভাষায় পড়া উচিত নয়। খোদা তা'লা যে ভাষায় কুরান করীম অবতীর্ণ করেছেন সেটিকে ত্যাগ করা উচিত নয়। তবে কিছু মসনুন পদ্ধতি ও জিকরে ইলাহিতে নিজের প্রয়োজনাবলীকে খোদার সামনে নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু মূল ভাষাকে কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। খ্রীষ্টানরা মূল ভাষাকে ত্যাগ করে কি পরিণামই না ভোগ করল! কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। (মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১০)

পান, হুকা, জর্দা (তামাক) ও প্রভৃতি

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

হাদীসে বর্ণিত আছে, وَمِنْ حُسْنِ الْاِسْلَامِ تَرْكُ مَالَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ, যে বস্তু আবশ্যকীয় নয় সেটিকে পরিহার করাও ইসলামের একটি সৌন্দর্য্য। অনুরূপভাবে পান, হুক্কা, জর্দা (তামাক) , আফিম ও প্রভৃতি এমন শ্রেণীর বস্তু। এই সমস্ত বস্তুকে এড়িয়ে চলার মধ্যেই সরলতা রয়েছে। কেননা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সেগুলির আর অন্য কোন ক্ষতিকর দিক নেই, তবুও এগুলির কারণে পরীক্ষার সম্মূখীন হতে হয় এবং মানুষ সমস্যার পঙ্কিলে আবদ্ধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বন্দী হয়ে গেলে খাবার তো জুটবে কিন্তু ভাং, চরস কিম্বা মনের মত জিনিস দেওয়া হবে না। আর যদি বন্দী না হয়ে এমন কোন স্থানে যাওয়া হয় যা বন্দী দশারই সমতূল্য, সেখানেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুস্থ-সবল শরীরকে কোন কু-অভ্যাসের কারণে ধ্বংস করা উচিত নয়। স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তুসমূহকে ঈমান বিনাশকারী আখ্যা দিয়ে শরিয়ত খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আর এগুলির মধ্যে মুখ্য হল মদ।

এটি সত্য কথা যে, নেশা দ্রব্যাদি এবং তাকওয়ার মধ্যে শত্রুতা আছে। আফিমের কারণেও অনেক ক্ষতি হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে এটি মদ অপেক্ষা ক্ষতিকর। এটি মানুষের জন্মজাত শক্তিসমূহকে নিঃশেষ করে দেয়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১৯)

জ্ঞান হল জ্যোতিঃ আর অজ্ঞতা হল এক প্রকারের মৃত্যু

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" স্মরণ রেখো! সর্বদা মূর্খরা পদস্খলিত হয়। শয়তানের পদস্খলন জ্ঞানের কারণে হয় নি, বরং নির্বুদ্ধিতার কারণে হয়েছিল। যদি সে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অর্জন করত তবে তার পদচ্যুতি ঘটত না। কুরান করীমে জ্ঞানের নিন্দা করা হয় নি বরং اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ (সুরা ফাতির: ২৯) উল্লেখিত আছে। নীম মোল্লাঁ খাতরায়ে ইমান, প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। অতএব আমার বিরোধীরা জ্ঞানের কারণে ধ্বংস হয় নি বরং অজ্ঞতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহর পয়গম্বর (সাঃ) বলেছেন , قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (সুরা ত্বহা: ১১৫) অতএব জ্ঞান যদি কোন তুচ্ছ বস্তু হত তবে এই দোয়া শেখানো হত না। এর পর বলা হয়েছে, مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا (আল-বাকারা: ২৭) অতএব যাবতীয় সৌভাগ্যের রসদ সঠিক জ্ঞান অর্জনের মধ্যে নিহিত। যত সংখ্যক মানুষ খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা অজ্ঞতার কারণে তা করেছে। যদি জ্ঞান পূর্ণ হত তবে তারা মানুষকে খোদার মর্যাদা দিত না। খোদা তা'লা বলেন, جাহান্নামবাসীরা বলবে, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (আল মুলুক: ১১) এরা যে বলে اَلْجَهْلُ اَلْحِجَابُ الْاَكْبَر এটি ভুল কথা। اَلْعِلْمُ اَلْحِجَابُ الْاَكْبَر জ্ঞান হল জ্যোতিঃ, এটি পর্দা হতে পারে না। বরং অজ্ঞতাই হল বড় পর্দা। খোদার নাম হল সর্ব-জ্ঞানী। কুরানে বর্ণিত আছে, اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ (সুরা রহমান, ২,৩)। এই কারণেই ফিরিস্তারা বলেছিল, لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ (সুরা বাকারা: ৩৩) সারমর্ম হল, যাবতীয় বিষ নিবুর্দ্ধিতার মধ্যেই নিহিত, এই কথাটি স্মরণ রেখো। প্রকৃতই অজ্ঞতা একটি মৃত্যু। সমস্ত চিকিৎসক ও অন্যান্য লোকেরা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই বিভ্রান্ত হয়। যখন সারা জগতে অন্ধকার বিরাজ করে এবং সৃষ্টিকুল শয়তানের রূপ ধারণ করে এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে তখন নবীগণ জ্ঞান নিয়ে আবির্ভুত হন , আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৩)

(শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়.....)

রিপোর্টের শেষাংশ.....

হোটেলের হলঘরে আসেন। হুযুর আনোয়ার-এর আগমণের পূর্বে সমস্ত অতিথিবর্গ নিজেদের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ডেনমার্কের মুবাল্লিগ মাননীয় মহম্মদ আকরম মাহমুদ সাহেব সূরা মায়েদার ৮-১০ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। এবং মাননীয় বিলাজ বাটার সাহেব এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এরপর ডেনমার্কের আমীর ও মুবল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় যাকারিয়া খান সাহেব নিজের সম্বর্ধনা ভাষণ রাখেন এবং এরপর কয়েকজন অতিথি নিজেদের বক্তব্য রাখেন।

সর্বপ্রথম ভাষণ রাখেন সম্মানীয় Holger Shou Rasmussen যিনি Lolland -এর মেয়র। তিনি বলেন: এই অনুষ্ঠানে আমি আহুত হয়েছি বলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। লোল্যান্ড মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র হিসেবে হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানানো আমার জন্য বড়ই সম্মানের বিষয়। এমন সব ধর্মীয় আওয়াজ কে উৎসাহিত করা উচিত যা শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং সমাজের মঙ্গলের কথা বলে। বর্তমানে ভয়-ভীতি এবং অবিশ্বাসের পরিবেশে এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। আমরা সকলেই এই প্রতিস্পর্ধার সম্মূখীন আর এর মোকাবেলা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ডেনমার্কের সর্বপ্রাচীন মুসলিম জামাত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এখানে আমরা অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে আছি, যাদের মধ্যে রয়েছে ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং মুসলমান। এই অঞ্চল সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ নেই। আপনাদের খলীফার শান্তি ও ভালবাসার প্রসারের বাসনাও এরই প্রতিফলন। আমি আনন্দিত যে, আপনারা 'নাকসিকো' তে মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা পেয়েছেন। আমরা গর্বিত যে, আপনারা আমাদের সমাজের অংশ। আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

এরপর অল্টারনেটিভ পার্টির মহিলা সাংসদ উল্লা স্যান্ডবায়েক নিজের বক্তব্যে বলেন: আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। এখানে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আর আমি অধীর আগ্রহে অনুষ্ঠানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের জন্য অপেক্ষা করছি। আজ পৃথিবী অনন্ত সমস্যায় জর্জরিত আর আমরা জানি না যে, এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি টিকে থাকবে কি না। কেননা এটি চতুর্দিক থেকে সংকটের সম্মুখীন। ধর্মীয় নেতৃবর্গের শান্তি ও ঐক্যের বিষয়ে কথা বলা অত্যন্ত জরুরী। তাদের বলতে হবে যে, আমরা সকলেই মানুষ হিসেবে এক জাতি। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বর্তমানে পোপও প্রথা ভেঙে শান্তি, ভালবাসা ও ঐক্যের কথা বলছেন। আমি আনন্দিত যে, হুযুরও ইসলামী শিক্ষার আলোকে শান্তির কথা বলবেন। আমি আনন্দিত যে, ইসলামের মধ্যেও কোন একটি আওয়াজ সামনে এসেছে যা শান্তি, ভালবাসা ও সমন্বয়ের কথা বলে। তাই আজকের এই সন্ধ্যায় আমি খলীফার কথা শুনতে এসেছি যাতে আমি এই বার্তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং পৃথিবীতে শান্তির জন্য আমিও সামান্য অবদান রাখতে পারি। আমি হুযুর আনোয়ারের প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ, এই কারণে যে তিনি এখানে এসেছেন।

এরপর ডেনিশ পিপল পার্টির ইয়েন মিসমেনন নিজের বক্তব্যে বলেন: আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মানীয় অতিথি ও মহাসম্মানিত হযরত মির্যা মসরূর আহমদ! আজ আমি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক হয়ে কথা বলব। এখানে আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত হয়েছি। একজন ডেনিশ সাংসদ এবং ডেনিশ পিপলস পার্টির সদস্য হিসেবে আহমদীয়া জামাতের এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা সম্মানের বিষয়।

তিনি বলেন: আমি যুবক ছিলাম, তখন ডেনমার্কে মুসলমান ছিল না। আর কোন বিদেশীকে আপনি বিরলই হয়তো দেখতেন। আমি ১৯৭১ সালে ডেনিশ এয়ার লাইন্সে যুক্ত হই। সেই সময় মিশরের কাছে জাহাজের অভাব ছিল, যে কারণে তারা আমাদের বিমান ব্যবহার করত। সেই সময় আমি কায়রো তে অবস্থান করতাম আর সেখানে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাই। আমি এহরামে মিশর থেকে কয়েক শ' মিটার দূরেই একটি হোটেলে অবস্থান করতাম যেখানে আমার সঙ্গে অনেক ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল। সেখান থেকে অনেকগুলি জাহাজ হজ যাত্রীদেরকে নিয়ে যেত। আনন্দে আত্মহারা সেই সব মুসলমানরা শুভ্র পোশাক পরিহিত থাকত। আমার স্মরণে আছে যে, যখন জাহাজ যাত্রা শুরু করতে যেত তখন এক ব্যক্তি দোয়া পড়ত এবং বাকী ১৭৮ জন যাত্রী তার সেই বাক্যগুলির পুণরাবৃত্তি করত। আমি প্রত্যহ এই দোয়া শুনতাম এবং কিছু কাল পরে আমিও সেই দোয়ায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করি। ফ্লাইট এনাউন্সমেন্টে এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে আমার অদ্ভুত লাগল, কিন্তু সকলের সেটি ভাল লাগল। আমি যে বাক্যের পুণরাবৃত্তি করতাম সেটি হল-লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা, লাব্বায়েকা লা শারিকা লাকা লাব্বায়েকা। ইন্নাল হামদো ওয়ান নিয়ামাতো লাকা ওয়াল মুলকু, লা শারিকা লাকা। সেই সময়টি খুবই ভাল ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ডেনমার্কে এবং ইউরোপে অনেক মুসলমান এসেছে। আমি আশা করি আমরা সকলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যতা রেখে চলব। আমি আরও একবার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করেছেন। হুযুর আনোয়ার এবং আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

* এর পর দ্যা অল্টারনেটিভ পার্টির এক সদস্য যিনি হলেন পার্লামেন্টের সম্মানীয় সদস্য জোসেফাইন ফক। তিনি নিজের ভাষণে বলেন: হুযুর আনোয়ার এবং অন্যান্য সকল শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি হুযুরকে ডেনমার্কে স্বাগত জানাই। হুযুর আনোয়ার ১১ বছর পর আমাদের রাজধানীতে পদার্পণ করেছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যে বিষয়।

তিনি বলেন: আমি মনে করি, বিভিন্ন ধর্ম, রাজনীতিক এবং সিভিল সোসাইটির দলগুলির মধ্যে পরস্পর মত বিনিময় হওয়া একান্ত জরুরী। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে জাতিগত, ধর্মীয়, রাজনীতিক দল এবং দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে; বিশেষ করে দেশান্তরিত হয়ে আসা মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য ধর্মীয় নেতাদের সমাজের অন্যান্য সংগঠনসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। আমি হুযুর আনোয়ার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার, দেশ এবং ধর্মকে পৃথক রাখা এবং বাক স্বাধীনতার গুরুত্বকে তুলে ধরার লক্ষ্যে আপনার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমি অবগত আছি।

যুক্তরাজ্যের ন্যায় ডেনমার্কেও একটি বিশাল সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায় বিদ্যমান যারা সমাজে নিজেদের ভুমিকা রাখে। রাজনিতিক হিসেবে ধর্মীয় এবং জাতিভিত্তিক সম্প্রদায় গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। ডেনমার্কে আসার জন্য এবং আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আমি আরও একবার হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাই।

* His Excellency Mr Bertel Haarder , Minister for Cultural Affairs and the Minister of Eccleciastical Affairs তিনি নিজের ভাষণে বলেন: সাংস্কৃতিক ও চার্চ মন্ত্রী হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা এবং হুযুর আনোয়ারের সম্মুখে নিজের মতামত প্রকাশ করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।ডেনমার্কে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে পাস্পপরিক সম্প্রীতি ও শান্তির বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করাও আমার দায়িত্বাবলীর মধ্যে একটি। ডেনমার্কে ১৬০টি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ নথিভুক্ত রয়েছে তারা প্রত্যেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে। এদের মধ্যে অনেকগুলি সংগঠনেরই নিজস্ব স্কুল, কবরস্থান ইত্যাদি আছে। কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, এই সকলের মধ্যে আহমদীয়া জামাত একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী কেননা, এরা স্থানীয় সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বিগত ৫০ বছর যাবৎ আপনারা আমাদের সঙ্গে শান্তিপুর্ণভাবে ডেনমার্কে বসবাস করছেন।

আমি আনন্দিত যে, হুযুর আনোয়ার এবং আপনার জামাত উন্মুক্ত হৃদয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং আপনারা সকলের জন্য ভালবাসার পক্ষে বিশ্বাসী। এই বার্তাটি বাহ্যতঃ ছোট মনে হলেও এটি কোনক্রমেই ছোট নয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এবং আমার এখানে আগমণের উদ্দেশ্যও এটিই। আমি সমেত অনেক ব্যক্তি হুযুর আনোয়ার-এর শান্তি ও বাক স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টাকে সালাম জানাতে এসেছি।

১৮৮৯ সালে আহমদীয়া জামাতের ভিত্তি প্রস্তর রচিত হয়। এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ছিলেন। তিনি কেবল মহানবী (সা.)-এর উত্তরাধিকারীই ছিলেন না বরং মসীহ মওউদও ছিলেন, যাঁর জন্য মো'মিনীনরা প্রতীক্ষায় ছিলেন। জামাত আহমদীয়ার মতবাদ হল জিহাদ ঝগড়া-বিবাদের নাম নয় বরং প্রকৃত জিহাদ ভালবাসার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বর্তমানে ডেনমার্কে ১৬০টি চিন্তাধারার গ্রুপ রয়েছে এবং আমি একথা প্রকাশ করতে গর্ব বোধ করি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাদের মধ্যে শান্তি ও ভালবাসার বিকাশ ঘটাতে এবং ঘৃণা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রয়েছে। আমি এই কারণে জামাত আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা এমনটিই চাই যেখানে বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে । বিশেষ করে

এই কারণে যে, এদের মধ্যে অধিকাংশ হামলাই ইসলামের নামে করা হচ্ছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এখানে ইসলামের যে শিক্ষা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কারণে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

অতিথিদের ভাষণের পর ৬টা ৫০ মিনিটে হুযুর আনোয়ার উপস্থিতবর্গের উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন।

ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.)

তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় সকল অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ও বরকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র দয়া ও আশিষ বর্ষিত হউক। আমি সর্বপ্রথমে সমস্ত অতিথিদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যারা অনুগ্রহপূর্বক আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাত আহমদীয়া মুসলেমা ইসলামের একটি সম্প্রদায় যার উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা মানবমন্ডলীকে তার স্রষ্টা খোদায়ে আযযা ও জাল্-এর নিকটবর্তী করার প্রচেষ্টায় আছি। আমরা মানুষকে মানুষের অধিকার প্রদান, পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক এবং এর জন্য প্রচেষ্টারত আছি। আমরা আহমদী মুসলিমরা বিশ্বাস রাখি যে, জামাত আহমদীয়া মুসলেমার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী যার সম্পর্কে কুরআন এবং ইসলামের পয়গম্বর নবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কুরআন করীম এবং মহানবী (সা.) তাঁর সম্পর্কে কতিপয় লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যার দ্বারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ লাভ হওয়া নির্ধারিত ছিল। এবং আামাদের বিশ্বাস যে, এই সমস্ত লক্ষণাবলী আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সপক্ষে পূর্ণ হয়েছে। কতিপয় লক্ষণাবলীর সম্পর্ক মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ-এর যুগে সংঘটিত জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, মসীহ মওউদকে পৃথিবীতে সেই সময় প্রেরণ করা হবে যখন আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম এমন পর্যায়ে উন্নতি লাভ করবে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মানুষ একত্রিত হয়ে যাবে এবং যখন সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের স্থাপনা হবে। রসুল করীম (সা.) এক মহান ঐশী নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যা হযরত মসীহ মওউদ এর আগমণকালে প্রকাশ হওয়া নির্ধারিত ছিল। সেই নিদর্শনটি ছিল চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ যা রমযান মাসের নির্ধারিত দিনগুলিতে হওয়ার ছিল। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দাবির প্রেক্ষাপটে এই আশমানী নিদর্শন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন মজীদ এবং রসুল করীম (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করতে দেখে আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হলেন সেই ইমাম মাহদী। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রসারের জন্য সত্যের প্রদীপ ছিলেন। তিনি পৃথিবীর মানুষকে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার জন্য আহ্বান করেছেন এবং নিজের জামাতকে সৃষ্টির সেবা ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, " মানব সম্প্রদায়ের প্রতি সদয় হওয়া এবং সহানুভুতি প্রদর্শন করা অনেক বড় ইবাদত এবং আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। "

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের বিশ্বাস মতে, ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহর অধিকার প্রদান আল্লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সৃষ্টির অধিকার আল্লাহর অধিকারের উপর প্রাধান্য পায়। সারসংক্ষেপ এই যে, ইসলামের শর্ত হল মানুষ কেবল তখনই মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে যখন সে অপরের ধর্ম ও বর্ণ না দেখে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ১৯০৮ সালে হযরত মসীহ (আ.)-এর তীরোধানের পর তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রসার করা। আর এটিই এর উদ্দেশ্য থাকবে। এখন আমি আপনাদের সামনে ইসলামের কতিপয় প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরব এবং ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলির অপনোদন করার চেষ্টা করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম মানুষকে যাবতীয় প্রকারের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত থেকে ভালবাসা এবং পারস্পরিক সম্মানের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার শিক্ষা দেয়। ইসলাম সমাজের প্রত্যেক স্তরে মানুষের মধ্যে ন্যায় নীতি ও শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিকশিত করে। কুরআন করীমে সুরা আল মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে ইহা তাক্বওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা সমস্ত মুসলমানদেরকে বিরোধী এবং শত্রু সহ সমস্ত মানুষের সাথে ন্যায় নীতি অবলম্বন করার আদেশ প্রদান করেছেন। অতএব ইসলাম কোন পরিস্থিতিতেই অত্যাচার বা অন্যায় করার অনুমতি প্রদান করে না। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রসুল করীম (সা.) পৃথিবীতে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে এক উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নবী করীম (সা.) নিজ মাতৃভুমিতে বছরের পর বছর অত্যাচার নিপীড়নের কারণে হিজরত করে মদিনা চলে আসার পর যে ভাবে তিনি (সা.) খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করেছেন সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। মদীনার স্থানীয় মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারা রসুলুল্লাহ (সা.) কেবল ধর্মীয় নেতা হিসেবেই গ্রহণ করেন নি বরং প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবেও নির্বাচন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদীনাতে বিরাট সংখ্যক ইহুদী এবং খৃষ্টান বসবাস করত। আঁ হযরত (সা.) প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সৌহার্দ্যতার বৈশ্বিক নীতির ভিত্তিতে ইহুদী এবং অন্যান্য গোত্রের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করেন। যে চুক্তি অনুসারে রসুল করীম (সা.) ইহুদী এবং অ-মুসলিমদের স্বাধীনতা বজায় রাখেন। এর ফলে ঐ সকল অভিযোগের খণ্ডন হয় যে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে বা ইহুদীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করার অনুমতি দেয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নবী করীম (সা.) -এর উত্তম চরিত্রের উদাহরণ আরও একটি স্থানে আমরা দেখতে পাই যখন নাজরান শহর থেকে আগত এক খৃষ্টান প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। যখন তিনি (সা.) জানতে পারেন যে, তারা ইবাদত করতে চান তখন তিনি (সা.) তাদেরকে ইবাদতের জন্য নিজের মসজিদেই ইবাদতের ব্যবস্থা করে বলেন এখানে তোমরা নিজেদের ধর্ম ও প্রথা অনুযায়ী ইবাদত করতে পার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একটি অভিযোগ এটিও আরোপ করা হয়ে থাকে যে, ইসলাম জোরপূর্বক তরবারী বলে প্রসার লাভ করেছে। এই অভিযোগটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং সত্যতা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। নবী করীম (সা.) এবং তাঁর পরবর্তীতে খলীফা রাশেদীনদের যুগেও যে সকল যুদ্ধ হয়েছে সেগুলি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল এবং সেই যুদ্ধ গুলি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানদের উপর যখন যুদ্ধ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন মুসলমনারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলির এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের রক্ষা করেছে এবং তাদেরকে সম্মান করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীতে নবী করীম (সা.)-এর অবমাননা করা হচ্ছে, এমনকি এখানে ডেনমার্কেও কয়েকবছর পূর্বে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয় যার মাধ্যমে ইসলামের প্রবর্তক (সা.)-এর প্রতি বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে একজন সাম্রাজ্যবাদী এবং যুদ্ধপ্রিয় প্রশাসক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বাস্তব হল নবী করীম (সা.)-এর চির সংকল্প ছিল শান্তি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা যখন প্রথমবার মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন তখন এটি কেবল ইসলামের রক্ষার জন্য ছিল না বরং ধর্মের রক্ষার জন্য ছিল। এই কারণেই সূরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাগিদকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম; তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা বলে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃষ্টান, সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গীর্জা, ইহুদীদিগের

উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ- যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম।" আল্লাহ তা'লা এই আয়াত দুটিতে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, যদি মক্কাবাসীকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিহত করা না যেত তবে না কোন গির্জা, কালিসা, মন্দির, মসজিদ অবশিষ্ট থাকত আর না কোন অন্য উপসনাগার সুরক্ষিত থাকত। কুরআন করীমের এই আয়াত অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিচ্ছে যে, যখন মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল তখন তা বিভিন্ন দেশ দখল করা বা অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় নি। বরং সমস্ত ধর্ম এবং মতবাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে এই অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। অতএব (নাউযু বিল্লাহ) রসুল করীম (সা.) ক্ষমতালোভী ছিলেন এবং নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একজন প্রকৃত মুসলমান ইসলাম বিরোধীদের এমন দাবীর কারণে যারপরনায় মর্মাহত হন। মহা নবী (সা.) কখনো ক্ষমতার বাসনা করেন নি। আর তিনি কখনো এমন যুদ্ধও চান নি যার দ্বারা জোরপূর্বক ইসলামের প্রসার ঘটাবেন। অতএব প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল, ইহুদী, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মের সুরক্ষা করা এবং মূল্য দেওয়া।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেবল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা সরাসরি নিজেরাই যুদ্ধে অংশ নেয়। তিনি (সা.) অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যুদ্ধচলাকালীন কোন নীরিহ মানুষের উপর আক্রমণ করবে না। মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদেরকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করবে না। কোন ধর্মীয় নেতা, বা পাদরী বা ধর্মীয় স্থলে আক্রমণ করবে না। তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোনক্রমেই বাধ্য করবে না। এটিই কুরআনের শিক্ষা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই শিক্ষাবলী বিদ্যমান থাকা সত্বেও বর্তমানে যে যুদ্ধ করা হচ্ছে সেগুলিতে আমরা ক্রমধারায় এমন ঘটনাবলী দেখতে পাই যেখানে এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ, বোমা বর্ষণ করে নীরিহ, নিরস্ত্র নাগরিক ও মহিলা, শিশু ও বয়স্কদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এমন মুসলমান যারা এমন বর্বরতাপূর্ণ আচরণ করে তারা কেবল নিজেদের ধর্মকেই বদনাম করছে। কঠোর থেকে কঠোরতম ভাষায় তাদের নিন্দা করা উচিত। কিন্তু ইসলামে এমন অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ উপস্থিত হওয়া অনিবার্য ছিল। কেননা, মহানবী (সা.) এই অবস্থার ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়বে। এটি এমন যুগে হওয়া নির্ধারিত ছিল যখন আল্লাহ তা'লা মসীহ মওউদ (আ.)কে আর্বিভুত করা নির্ধারিত ছিল যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুশীলন করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যাইহোক, এটি সত্য কথা যে, বর্তমানে মুসলমান দেশগুলি বিশ্বস্ততা, সততা এবং ন্যায় নীতির মত প্রকৃত ইসলামী নীতির অনুশীলন করছে না। যখন এবং যেখানেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর অনুশীলন করা হয়েছে সেখানে প্রত্যেকেই সেই নীতিমালার সৌন্দর্য্য এবং উপযোগীতার প্রশংসা করেছে। যেমন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে, যিনি মহা নবী (সা.) -এর দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন, ইসলাম সিরিয়া পর্যন্ত প্রসার লাভ করে এবং সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শাসন ব্যবস্থায় খৃষ্টান নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য একটি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রোম সাম্রাজ্য তার দখল নিলে মুসলমান প্রশাসন এই শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়। কেননা, এখন মুসলমান প্রশাসকগণের জন্য এই সকল খৃষ্টানদের সুরক্ষা ও তাদের অধিকার প্রদান করা সম্ভব ছিল না। মুসলমান প্রশাসকদের কাছে সেখান থেকে ফিরে আসা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। মুসলমানদেরকে ফিরে যেতে দেখে সেখানকার সেই সমস্ত অ-মুসলিমরাও দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল, যারা মুসলমানদের অধীনে ছিল। তারা অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে মুসলমানদেরকে ফিরে আসার আবেদন করছিল। এবং তাদের জন্য কাতর দোয়া করছিল। তারা নির্দ্বিধায় এই ইচ্ছা প্রকাশ করছিল যে, মুসলমানরা যেন ফিরে এসে তাদের উপর পুণরায় শাসন করে এবং রোমান সাম্রাজ্যের অন্যায়-অবিচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। এর পর পুণরায় যখন মুসলমানগণ সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করে তখন অ-মুসলিমরাই প্রথম উল্লাস করছিল। কেননা, তারা জানত যে পুনরায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা নিজেদের যাবতীয় বিষয়ে ন্যায়পরায়ণ এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। যেমন একদা, হযরত উমররের কাছে (রা.), যিনি দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন, একটি বিবাদ উত্থাপিত হয়, যাতে একপক্ষ ছিল মুসলমান এবং দ্বিতীয় পক্ষ ছিল ইহুদী। উভয় পক্ষের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) ইহুদীর পক্ষে রায় প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম এও শিক্ষা দেয় যে, অপরের ভাবাবেগ এবং অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরী। একদা হযরত আবু বাকার (রা.) এক ইহুদীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে একথা বলে ফেলেন যে, নবী করীম (সা.)-এর পদমর্যাদা হযরত ঈসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠতর। একথা শুনে সেই ইহুদী ব্যক্তি আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে। তিনি (সা.) একথা শুনে হযরত আবু বাকার (রা.)কে ভর্ৎসনা করেন, যিনি তাঁর অত্যন্ত নিকটের একনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। তিনি আরও বলেন, এই ইহুদীর ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত ছিল। যদিও হযরত আবু বাকার (রা.) একথা বলেছিলেন যে, সেটি ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাঁকে বোঝান যে, কোন ইহুদীর সামনে কোন মুসলমানের এমন কথা বলা উচিত নয় যা তার ভাবাবেগে আঘাত করে।

হুযুর বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর এই শিক্ষা অত্যন্ত গভীর এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। তথাপি আজ আমরা লক্ষ্য করি যে, বাক-স্বাধীনতার নামে নবীগণ এবং ধর্মীয় পথ পথপ্রদর্শদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হচ্ছে। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের অনুসারী হয়ে থাকে এবং তারা কোনভাবেই তাদের অসম্মান বরদাস্ত করতে পারে না। আমরা যদি সত্যিই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তবে, আমাদের কথা ও কাজের পরিণাম সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। অপরের ভাবাবেগ এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদেরকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এর ফলে পারস্পরিক নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবীর একটি বিরাট অংশে যে ঘৃণা ও বিক্ষোভ জমে রয়েছে তা অপসরণে সহায়তা হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিঃসন্দেহে শান্তি প্রতিষ্ঠা ভীষণভাবে আজ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই আমাদের জন্য অগ্রগণ্য বিষয় এবং লক্ষ্য হওয়া কাম্য। এবিষয়টি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, মুষ্টিমেয় মুসলমানের নিন্দনীয় কর্মই বর্তমান বিবাদ পরিস্থিতির জন্য ভীষণভাবে দায়ী। কিন্তু একথা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, তাদের বর্বরোচিত কাজকর্ম ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণাম। অধিকন্তু একাধিক অমুসলিম শক্তিও নিজেদের অপকর্ম এবং রাজনীতির কারণে বিভেদের এই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছে। যাইহোক যদি কেউ কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যয়ন করে তবে সে অচিরেই জানতে পারবে যে, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম আর মহানবী (সা.) ছিলেন শান্তির মূর্তপ্রতীক। সে জানতে পারবে যে, কুরআনী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসতে শেখায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ আমরা এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছি যা ক্রমশঃ অশান্তি ও অনিশ্চয়তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত ব্যক্তিগত স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা। বিশ্বব্যপি ক্রমাগত মতবিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর একথা ভুললে চলবে না যে, এক অনিবার্য যুদ্ধের মেঘ আমাদের উপর ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। চোখের সামনে আমরা বিভিন্ন জোট তৈরী হতে দেখছি আর আমার আশঙ্কা, আমরা উন্মাদের ন্যায় বিবেকহীন হয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছি। বস্তুত একথা বলাও বাড়াবাড়ি হবে না যে, এমন যুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে। যদি আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাই, আর এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল আমাদের শিশু ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা ও ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে রক্ষা করতে চাই তবে, আবশ্যিকভাবে আমাদেরকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করতে হবে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং পরস্পরের ধর্মীয় ও জাতিগত আবেগকে যেন মূল্য দিই তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান দেশগুলি নিজেদের দেশের নাগরিকদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং এই দেশগুলি অন্যায়ভাবে প্রজাদের অধিকার আত্মসাৎ করে রেখেছে। সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদী সংগঠনগুলি এরই সুযোগ নিচ্ছে এবং শক্তি লাভ করেছে। এই সংগঠনগুলি এখন ধ্বংসলীলা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরফলে কেবল মুসলমান বিশ্বই নয়, বরং তারা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও বিস্তৃত হয়েছে। এই কারণেই ইসলাম

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 17 May, 2018 Issue No.20

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং মুসলমান জাতি সন্ত্রাস ও ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছে আর ক্রমশঃ এরা শক্তিলাভ করছে। আমি আরও একবার একথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, নামধারী মুসলমানদের এই বর্বোরিত কর্মকাণ্ড কোনভাবেই ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলন নয়, বরং এতে তাদের নিজস্ব গোপন দুরাভিসন্ধি রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যা কিছু আমি বলেছি, সেই প্রেক্ষাপটে আমি পাশ্চাত্যের দেশের নেতৃবর্গ এবং রাজনীতিকদের কাছে আবেদন করব যে, তারা যেন নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করেন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমান নেতৃবর্গের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের যাবতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলমান দেশগুলির সহায়তা করেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের পথ-প্রদর্শন করেন। অন্যথায় এই রাজনীতিক এবং নের্তৃবর্গরাও পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করার বিষয়ে সমান ভাগী হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে ইউরোপে বসবাসকারীদের মধ্যে ভীতি ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, বিগত বছরে ইউরোপে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী প্রবেশ করেছে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই বিপুল সংখ্যক অভিবাসী ইউরোপে এই কারণে আশ্রয় নিয়েছে যে, তাদের নিজেদের দেশে ভয়ানকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের দেশ থেকে নিপীড়িত হয়ে এই লক্ষ লক্ষ পলায়নকারীদেরকে কোন একটি দেশ, এমনকি একটি মহাদেশও এককভাবে ধারণ করতে সক্ষম নয়। অতএব এর একমাত্র সমাধান হল, তাদের নিজেদের দেশগুলিতেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মজবুত শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করা এবং এই দেশগুলিতে অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটানো।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আরও একবার সমস্ত অতিথি এবং বিশেষ করে রাজনীতিক ও নের্তৃত্ববর্গের কাছে আবেদন করব যে, আপনারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। অন্যথায় পরিস্থিতি ভিন্ন হলে, অনাগত ধ্বংসলীলার ধারণাও করা যেতে পারে না। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে আর এটিকে যদি থামানো না যায় তবে তার ধ্বংসাত্মক পরিণাম বহু প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কেননা, এই যুদ্ধে পারমাণবিক বোমার প্রয়োগ অসম্ভব কিছু নয়। এমন যুদ্ধের পরিণতি কল্পনার অতীত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সকলকে বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করুন এবং তাঁর অনন্ত কৃপা ও করুণা দ্বারা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং মানবজাতিকে পারস্পরিক শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করার, পরস্পরের অধিকার রক্ষার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ করুন আমরা অচিরেই বর্তমান তিক্ততাপূর্ণ সময় থেকে বেরিয়ে এসে এক সুসমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতে প্রবেশ করি যেখানে সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে, যেখানে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও মানবতার জয়গান মুখরিত হবে। এই বলে আমি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের প্রতিক্রিয়া এবং আন্তরিক আবেগ ব্যক্ত না করে পারেন নি। কয়েকটি তুলে ধরা হল।

* লিসে সিমন নামে এক ভদ্রমহিলা, যিনি টুরিস্ট ইউনিয়নের সদর, বলেন: আজকের রাতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আমি যারপরনায় আনন্দিত। খলীফার বক্তব্য অসাধারণ ছিল। আমি আশা করি আমরা সকলে শান্তিতে থাকতে পারব। আমি মনে করি যে, এই ধরণের অনুষ্ঠান পরস্পরকে জানার ও বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

* স্টেন হফম্যান নামে এক ডেনিশ অতিথি বলেন: আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সর্বপ্রথম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মুসলমানদের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সম্মানীয় খলীফার বক্তব্য শুনে বড়ই প্রশান্তি ও আনন্দ পেয়েছি। বর্তমান যুগে এমন বার্তার ভীষণ প্রয়োজন। আল্লাহ্ করুন স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় খলীফার কথা ভালভাবে মানুষের বোধগম্য হয়।

* জোনা হ্যানসেন নামে এক অতিথি বলেন: আজ খলীফার বক্তব্য অত্যন্ত রোমহর্ষক ও মনমুগ্ধকর ছিল। আমি তাঁর এই বক্তব্য ও চিন্তাধারাকে আরও গভীরভাবে গহন করতে চাই। এটি তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রভাবসৃষ্টিকারী বক্তব্যটি ছিল মানবতার প্রতি সহানুভুতি পোষণকারী একজন মানুষের অপূর্ব সুন্দর চিন্তাধারার ফসল।

নাকসিকোর এক ডেনিশ অতিথি মি. ক্লস ফ্রস্ট জেনসেন বলেন: অনুষ্ঠান অসাধারণ সুন্দর ছিল এবং সম্মানীয় খলীফাকে দেখা এবং তাঁর বক্তব্য শোনাও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল।

লোল্যান্ড কাউন্সিলের এক সদস্য লিও ক্রিস্টেনসন বলেন: খলীফার বক্তব্য মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমি একথা জেনে বড়ই আনন্দিত হয়েছি যে, লক্ষ লক্ষ আহমদী মুসলমান কোন নির্ভয়ে কেবল পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক উজ্জ্বল মিনারের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাউন্সিলে আরেক সদস্য হেইনো ন্যুডসেন বলেন: এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য সম্মান ও গর্বের বিষয়। আমার নিকট হুযুরের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমাদের শান্তি ও স্বাধীনতার মত বিষয় নিয়ে অনেক বেশি করে আলোচনা করা আবশ্যক। কেননা, বর্তমানে মানুষ সংকটের সম্মুখীন, যে কারণে মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতির মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মানীয় খলীফা এই সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করেছেন এবং অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম এবং অত্যন্ত প্রিয় একটি ধর্ম। এই বিষয়টি পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

* আরেক অতিথি বলেন: আমার মতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল। কেননা, এতে কেবল ডেনমার্কই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্যই একটি জরুরী বার্তা ছিল যার প্রয়োজন আমাদের সকলের। নিঃসন্দেহে সম্মানীয় খলীফা একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ।

* এক অতিথি বলেন: হুযুরের বক্তব্য শোনার পর আমার টেবিলে বসে থাকা সকলেই ইসলাম সঠিক বলে আলোচনা করছিল। তারা বলছিল, এটি বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ইসলামকে এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ডেনমার্কের মানুষ ইসলামের একটি দিক সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন। তারা জানতেনই না যে, ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা ফির্কা রয়েছে যারা শান্তির পক্ষে। আমার মতে একথা বলা খুবই জরুরী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত অতিথি এক নতুন সংকল্প নিয়ে ফিরে যাবে।

এক অতিথি হুযুর আনোয়ারের বক্তব্য ও ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে বলেন: হুযুর এখানে আসার পর আমি এক প্রশান্তি অনুভব করেছি। জানি না আপনারা কিভাবে খলীফা নির্বাচন করেন, কিন্তু আমি তাঁর চতুর্পাশ্বে এক জ্যোতির বলয় লক্ষ্য করেছি যা অব্যক্ত ভাষায় অনেক কিছুই বলছিল। আমার জন্য এটি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল।

এক অতিথি বলেন: হযুর যে কথাগুলি এখানে বর্ণনা করেছেন তার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। অর্থাৎ শান্তি বজায় রাখুন এবং নিজেদের প্রতি আমরা যে আচরণ আকাঙ্খা রাখি তা যেন অপরের প্রতিও করা হয়, সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে।

এক অতিথি বলেন: আমি মনে করি, ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা অত্যন্ত জরুরী, যাতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ সহাবস্থান করতে পারে এবং চরম পন্থা অবলম্বন ছাড়াই কথা বলতে পারে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আরেক অতিথি বলেন: হুযুরের ভাষণ স্বাধীনতা, শান্তি ও ভালবাসার দ্ব্যর্থহীন বাণী ছিল। আজ আমি এক নতুন উপলব্ধি নিয়ে ফিরে যাব, কেননা তাঁর বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি বারবার একই বার্তা দিয়েছেন, যা আমার মতে পৃথিবীর জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

আরেক অতিথি বলেন: আজকের এই অভিজ্ঞতা আমার জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি মনে করি, হুযুরের বাণী আমাদের এবং অন্যান্য জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যে ধর্মের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখুন না কেন, পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অত্যন্ত জরুরী।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.